উৎসর্গ

শ্রদ্ধাস্পদেষু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে

কিছু কথা

মনে পড়ে শিশুকাল থেকেই মনের মধ্যে ছন্দের ঢেউ উঠত। অথবা খেলার ছলে ছড়া পদ্য লিখতাম। কিন্তু ভাষার ভাণ্ডার ছিল অতি সীমিত। বারাণসীতে বসন্ত কলেজ রাজঘাট থেকে বিজ্ঞান শাখায় হিন্দী মাধ্যমে পড়াশোনা। তারপর বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটিতে পড়তে পড়তে এক সামরিক ডাক্তারের সঙ্গে বিবাহ হল। কখনও একা কখনও দুজনে যুদ্ধের সময় ওঁর কোর্সের সময় কত বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। অক্ষরের সঙ্গে ছিল না সম্পর্ক। সংসার-চক্রের ঘড়ঘড়ানিতে মা সরস্বতীর আরাধনাতে হল দীর্ঘ বিরতি। ছয় সাত বছর আগে স্বামী চাকরি থেকে অবসর নিলেন। নিরন্তর ব্যস্ত জীবন থেকে সল্টলেক এর নির্জনতায় একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে (মহাবীর বিকাশে) এলাম। তারপর প্রবল একাকীত্বের বোধ থেকে ফিরে এল বাগ্দেবীর প্রতি মনোনিবেশের স্পৃহা! কিছু বাংলা বই কিনে পড়তে শুরু করলাম। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমায় নিমগ্ন করলেন। একে একে দুই ছেলে এক মেয়ে আপনাপন কর্মস্থলে চলে গেল। মন হয়ে উঠল উদ্বেল! কতদিন পর দেখি হৃদয়ে 'উঠল আখর গুঞ্জরি!' আবার সেই কবির 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ'-এর মত জেগে উঠল। লিখতে শুরু করলাম। একদিন বিধান নগর মাঝে একটু উচ্ছ্বাস আবেগ বেদনাভরে পদ্য লিখে বিধান নগর সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুশীল কুমার রায়চৌধুরীর হাতে দিয়ে এলাম। কিছুদিন বাদে দেখি সেই ছোট্ট কাব্যকলি কাগজে ফুটে উঠেছে! ওহো সে কী আনন্দ! সেই হল প্রেরণা। যেন আলো দেখালাম। লিখি, আরো লিখি আরো আরো লিখি। উৎসাহে আজ ছোট বড় বহু পত্রিকায় পাঠিয়ে যাচ্ছি লেখা। নামীদামী কাগজে না হলেও বেশীর ভাগই ছাপা হয়। ইতিমধ্যে পেয়েছি একজন কর্মব্যস্ত শিল্পী রুচিরা মুখোপাধ্যায় (আজকাল).

আবার মনে হল কলকাতায় কত বড় বড় লেখক লেখিকা আছেন তাঁদের কি করে দেখি? অটোগ্রাফ নিতে শুরু করলাম। খ্যাতনামা সাধকদের দর্শনে অভিভূত হয়ে তাঁদের নামে মনের মধ্যে একে একে কবিতা গড়ে উঠল। এই বইয়ের একটি অংশ 'নামের ধারা আখর হারা'। প্রখ্যাত গুণীজন ছাড়াও বহু বন্ধু আত্মীয়বর্গ এবং চেনাজানা জড়িত আছেন। তবে ভাষার পটুতার জন্য লেখা নয় জোরালো। তাই সেই সকল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ জানাই তাঁরা

নিজেদের মহানুভবতা দিয়ে আমার ভাব প্রকাশের খামতি কে যেন ক্ষমার চোখে দেখেন।

ভাবলাম একটি সংকলন করে ছাপাই। বাইরের জগতে কোন পরিচিতি নাই। কি করি! স্বপ্নের মত ভেসে উঠল পথ! প্রচ্ছদে এবং ব্লক এ সাহায্য করলেন বিশিষ্ট শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী মহাশয়। সম্পাদন করলেন শ্রীরুচিরা মুখোপাধ্যায়। উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়েছেন বহু লেখক ও সম্পাদক। যেমন লোকশক্তি পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমনকুমার সেন বর্ণালী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রবীর ঘোষ নীল দিগন্তের শ্রীফনীভূষণ হালদার; ধর্মের নামে বই-এর লেখক শ্রীআলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী সাহিত্য সৈকত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমাধব ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই যাদের কাছে থেকে স্বপ্ন পূর্ণ হল। তাঁরা আমার স্বামী ব্রিগেডিয়ার (ডাক্তার) অজিতকুমার দত্ত, কন্যা ডাক্তার মধুমিতা সেন, বড় পুত্র ডাক্তার অমিতাভ দত্ত, ছোট পুত্র ডাক্তার অরিন্দম দত্ত।

সকলেরই সাহায্য এবং প্রেরণা চিরস্মরণীয়! সম্পূর্ণ বইখানি ছাপাবার জন্য বিশেষ আলোকপাত করলেন শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু পত্রী

তাঁকে বর্ণে বর্ণে জানাই কৃতজ্ঞতা।

অনীতা দত্ত

শ্রীমতী অনীতা দত্ত তাঁর কিছু কবিতা আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। পড়ে মনে হল, বাংলা কবিতার এখনকার যে প্রকাশ-রীতি, তার সঙ্গে তাঁর যোগ-সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ নয়। তিনি একটু প্রাচীনপন্থী। কিন্তু ভাবনায় তাই বলে প্রাচীন নন। আমাদের চারপাশের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর যে ভাবনা, সেটাই তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে পেশ করতে চেয়েছেন। এ-ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতায় কোনও খাদ নেই। আমি আশা করব, তাঁর প্রকাশ-রীতি ক্রমশ আরও আধুনিক হবে, এবং তাতে লাগবে নবীনতার ছোঁয়া। ইতিমধ্যে যেটুকু যা পাওয়া গেল, তারই জন্য সাধুবাদ জানাব তাঁকে। সম্ভবত এটিই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সেদিক থেকে দেখলে বলতে হয় যে, এখানেই তাঁর যাত্রা শুরু হল। পথে যেতে-যেতে তাঁর অভিজ্ঞতা বাড়বে, দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হবে। সেই কথা ভেবে অগ্রিম তাঁকে সাধুবাদ জানাই। তাঁর যাত্রা শুভ হোক।

সূচীপত্র

আমার কবিতায়

কিন্তু আমার কবিতায় অতি সাদামাটা চিন্তন
দেখে হায় বেদনায় শরীরে লাগে ঝিম ঝিম স্পন্দন!
একী এলোমেলো ঢেউ—
সুনীল মহাসাগর বুঝি ধোঁয়াশা মনে হয়
তন্দ্রাহীন মহানিশা আত্মবিক্ষোভে
বিগত গ্রীষ্মে উত্তপ্ত সৈকতে তুষানল সেরে
শ্রাবণের প্রবল ধারাপাতে নব অঙ্কুরে
গেঁথে আনে জীবনের কঠিন প্রত্যয়!
প্রভাতের তরুণ তপন রহস্যের ভেদ খোলে
নির্নিমেষে ভেসে ওঠে নয়নের কোলে
বিপন্ন পৃথিবীর বহুরূপী বিপর্যয়!
উপদ্রুত অনুক্ষণ, বিবক্ষায় কেঁপে ওঠে মন
হৃদয়ে আছড়ে পড়ে উত্তাল ভাবনা তার—
ফেনিল বাঙ্‌ময়
কখনও কি নাগাল পাবো আর?
আদর্শ ঔচিত্য নিয়ে সেই সার্থক কবিতার—
অজানা অচেনা মাটি চিনে চিনে
প্রতিদিন সীমান্তের অভিসার—
বিশ্বের দরবারে সমগ্র ভাবার
বিশালতা ছেয়ে
প্রেমের মূর্ছনায় মহর্লোক একাকার!
কিন্তু আমার কবিতায় অতি সাদামাটা চিন্তন
দেখে হায় বেদনায় শরীরে
লাগে ঝিম ঝিম স্পন্দন!

সময়ের চিহ্ন

পায়ে পায়ে সময় চিহ্ন এঁকে যায়
জীবনের প্রশ্ন থমকে দাঁড়ায়
ভাবে কেন! কী তার অভিপ্রায়?
ঈষৎ ঘোমটা খুলে, মৃদু হেসে—
ভোরের প্রকৃতি বলে ওঠে আমি জানি!
বিগত সময়ের স্মৃতি চিহ্ন
নব প্রভাতের অবলম্বন!
অকস্মাৎ প্রবল ভূকম্পন!
ত্রিলোক উথাল পাথাল
ঝড় ঝঞ্ঝায়—পায়ে পায়ে সময় চিহ্ন এঁকে যায়
জীবনের প্রশ্ন আবার থমকে দাঁড়ায়
ভাবে কেন কী তার অভিপ্রায়??
এক আকাশ হাসির গুঞ্জন ছড়িয়ে
আপাদ আবরণ মুক্ত করে এখন—
মধ্যাহ্নের প্রকৃতি বলে ওঠে আমি জানি!
নতুন যুগের উদ্ভাবন!
পায়ে পায়ে সময় চিহ্ন এঁকে যায়
বিগত সময়ের স্মৃতি চিহ্ন
নব প্রভাতের অবলম্বন!

উঠল আথর গুঞ্জরি

উঠল আথর গুঞ্জরি
আয়রে সুমন মঞ্জরী
আথর মর্মে জীবন সাধন
দুই নয়নে বিশ্ব দর্শন
আথর পরশে প্রকৃত চেতন
গাও সৃজনীর মধুর ভজন

আখর অর্ঘে দাও স্পন্দিত প্রাণ
লোকার্তের চিত্তে আনো শিক্ষার ধ্যান
সাক্ষরতার সোপানের পথ ধরে
যাও চলে বিজ্ঞান প্রান্তরে
সম্মুখে নবীন উজ্জ্বল দিন
যত কুপ্রথা ভেঙে হোক রঙিন
আখরে আখরে গাঁথ-হৃদয়ের গান
বিলাতে বিলাতে দেখো নব প্রতিদান !

আখর গুঞ্জন

উঠল আখর গুঞ্জরি
সেই সুরে আজ গান ধরি
ওরে ভৈরব রাগ-তান বাঁধি আয়
তালের খেলায় উতল হাওয়ায়
এবার নিশীথ অবসান !

লেখনিক

নিভৃত গৃহ কোণে জানি ওগো জানি
তুমি ঘূর্ণিবর্ত হয়ে ওঠ যেতে
যখন তোমার বিনিদ্র অমূল্য লেখন সম্পদ
ধেয়ে চলে ত্রিলোকস্পর্শী সাধনার ব্রতে
শত সহস্র রূপান্তর শব্দান্তর স্রোতে
জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য সরসী সন্দর্ভ রচনাতে
নিত্য নূতন অন্বেষণ নব স্বর্গের প্রান্তে
বর্ণে বর্ণে অভিভূত ইতিহাসের পাতায় পাতায়
মর্মার্থ ভাষার চরম দোলায়
মহান মহর্ষি হে চির লেখনিক !

জীবের অপরূপ ইন্দ্রিয় উদ্ভাবনা যত—
অরূপ অবর্ণনীয় অতি !
ভাবান্তরিতে পেয়েছি সেই প্রকৃত অনুভূতি !
সরল সুবর সাহিত্য ধারায়
শুধু তোমারই লালনায় প্রিয় !

লেখনী

লেখনী ! মহিমা তোমার অসীম অপার
আমি যেন সেই চিত্রপট আলেখ্য আধার—
চির কল্পিত কম্পিত অগণিত চুম্বনে
অক্লান্ত দ্বিধাহীন চেয়ে আছি অনিবার !
যুগে যুগে উদ্ভাসিত ইতিহাসে
কখনও তুমি অক্ষরজননী রূপে,
প্রেরণায় নিবিড় ভাবনায় যেন প্রিয়তমা
কখনও এঁকে বেঁকে চল চুপে চুপে !
মসিজীবীর প্রবল অঙ্গুলি বেষ্টিতা
ওগো কণিকা শর্করী লেখনী তুলিকা !
মনের অভ্রভেদী ছায়াপথ ভেঙে
ক্ষণে ক্ষণে নেমে আস স্বপ্নিল চোখে—
বিশ্ব মানবের বিশাল অন্তরখানি ছেয়ে
লেখনী হে মহান বর্ণমাতৃ !
জ্ঞানের আলোকে তোমার বিচরণ
অবিরাম দিকে দিকে

মন

কী যেন তরঙ্গী অতি দ্রুততম পৃথিবীর ?
প্রতিপ্রাণীর সন্নিধানে জাগে চির শাশ্বত মন

পলকে পলকে শুনি জীবনের কণ।
দূর দুরান্তে বেয়ে চলে নির্ভীক সুপ্রবীর—
কখনও দুর্গম স্মৃতি কখনও নির্ণয় মহর্লোক।
ঝড়ের আবেগে তার উচ্ছ্বাসহ্লাদন যোগ,
মনের প্রখর আলোকে জ্ঞানের
—সতত আবর্তন,
নেমে আসে সেই আবিষ্ট চিত্ত,
—নিবিড় চিন্তাধারায়
তবু প্রতিকূল পরিবেশে হায়
অসহায় অতন্দ্র হৃদয়—
আঁধারে কাঁপে অচেতন।
নিসর্গ উপলব্ধি বোধনে এই ইন্দ্রিয়ানুভব
আহা! হতো যদি দুরন্ত অন্তরখানি
সঞ্চালিত তরুণ তনুতে
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনিমেষ একাকার হত
সংবেদ্য একই বপুতে!
অনন্ত মনন চিন্তন যেন-মহাবল
—তেজস্ক্রিয়তা
গ্রহ তারকায় সর্ব সমন্বয় যত—
অথই চক্রবালে বলিষ্ঠ-সৃজনের
অনশ্বর অমোঘ সংস্কার মত!

আমি কবিতা

আমি আনন্দ প্লাবি উল্লাস
আমি উৎস যাচি উচ্ছ্বাস
রুচির সঞ্চারী আমি বাক্য মঞ্জিমা
মুখর উদ্ভাবন আমি নিসর্গ মহিমা
আমি অবাধ ভাবনা ধারা অলস আঁখির তটে
বেদনায় আমি বুদ্বুদ্ বুনি

ভেসে যাই দুরন্ত ফেনিল সাগরে—
নয়নে আঁকি সেই মরণের ছবি
দূর দিগন্তে আমি ওঙ্কার ধ্বনি
বেজে উঠি অন্তর হতে বাহিরে
আমি সেই কুরান গীতা গায়ত্রী
সর্ব ধর্ম উদ্গীথ, সত্যের সতত শিখরে
আমি সেই বেদের প্রথম প্রয়াস
জ্ঞানের আলোড়ন ! প্রাণের মধুর পরশ ভরে !
আমি যৌবন-মন্ত্র, শব্দ সালংকারা
—যুগ যুগান্তরে
আমি চঞ্চল, আমি উন্মাদ ! হৃদয় তন্ত্রী 'পরে
প্রবল আবেগ আমি ছন্দের নিবিড় বন্ধনে
বর্ণে বর্ণে কাঁপি সুকোমল দুটি অধরে !

ভালবাসা

সেদিন সায়াহ্ন মিলন লগ্নে
এক আকাশ নির্ভেজাল ভালবাসা
অগ্নির দাউ দাউ শিখায়
মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে বলেছিল—
আমি চিরন্তন সত্য !
আমি তোমার—তুমি আমার—
জীবন আর ভালবাসা
কিন্তু জীবন ! তুমি কে ?
কখনও আঁধারে কখনও আলোতে
কখনও আকাশে কখনও মাটিতে
শুধু স্বপ্ন আর স্বপ্ন ?
আমি তোমাকে যত বার ওই অগ্নিকে ছুঁতে বলি
তুমি পার না পার না পার না !
স্নিগ্ধ সাগর বেলায় তুমি খেলা কর

ভোরের বাতাসে তোমার বিচরণ
কিন্তু ঝড়ের দাপটে তুমি মাথা নীচু
করে বসে পড় !
শ্রাবণের প্লাবনে তুমি ভেসে যাও
হায়রে জীবন ! তুমি স্বার্থপর, অজ্ঞান,
শৌখিন !
তুমি প্রেমের নির্মলতাকে সর্বদা
বুকে বাঁধতে পার না
কিন্তু ভালবাসা ছাড়া তোমার অন্য পথ নাই
অথচ সেই পথেই প্রতি পদে পদে সে পদদলিত !
জীবন আর ভালবাসার মিলন অর্থ
একমাত্র ওই হোমাগ্নি চিরকাল দেখে এসেছে
ক্ষয় নাই ! ভালবাসার ক্ষয় নাই !
প্রকৃত ভালবাসা আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারে !

বেদনা

বেদনা ? তুমি কি দীর্ণ অস্ফুট ক্লেশ
নিঠুর যাতনা ভার—
মহাসাগরের সীমানা ছাড়িয়ে
গহিন অন্ধকার !
তুমি যে ব্যথায় চরম আবেশে
নেমে আস ধীরে ধীরে
মুক্ত দুয়ার চেতনার কাছে
শ্রান্ত নয়ন নীরে !
বেদনা ! তুমি তো আঁধার রজনী রূপসী
তোমার তারকা ভূষিত বাস
স্নিগ্ধ রাতের শিশির পাতে
সেই দেখেছি আলোর আশ !
এলো যতবার ঘাত প্রতিঘাত

শ্রাবণের আঁখি জলে
দুর্জয় প্রাণে কেঁপেছে পৃথিবী
জীবনের পলে পলে !

মরীচিকা

আঁধার পারে ঘোমটা-খোলো মুখ
কামনায় অধীর উন্মুখ !
রূপের ধরায় উন্মাদনায়
আর বেঁধ না কঠিন ফাঁদ
চির মোহময় প্রেমের অর্ঘে
রেখে দিও সেই সাধ !
ওই দেখো ওই ক্ষণিকের প্রত্যুষ
প্রখর রৌদ্রে বিলীন নীলিমাময়
স্নিগ্ধ রাঙা নব দিগন্তে
একী নিঠুর সূর্যোদয় !
চৈতন্ত সাধন ? আঁধারেই তাঁর স্থান
রুক্ষ দাহনে ধু ধু দিনমান
হৃদয় বিহ্বল কাঁপে থরথর—
কালের প্রয়াণ পথে
শূন্যে হা হা হাসে শর্বরী
সান্ধ্য বিজয় রথে !

রূপায়ন

ভাব থেকে রূপ রূপায়ন খোঁজে
দূর দুরান্তের পার—
সুবাসে রঙে রসে হৃদয় পরশে
অরূপ ! গেঁথেছে রূপের হার

দীপ্তির রূপ চমকে চমকে
কেঁপে ওঠে উল্লাসে
প্রাণ চঞ্চল ঊর্মি অথই
মহাসাগরের মাঝে
প্রেম ভাঙনের একী রূপায়ন !
আঁধার ঘনায়ে আসে
জীবন ভুবন মিলে ভালবাসা
মরমের চোখে ভাসে !
দুঃখ যেথায় হয়েছে মূর্ত
ভিখারীর বেশে দীন
চিত্ত সেথায় দিবসে নিশীথে
করুণা ধারায় লীন
বিশাল শূন্যে শক্তির রূপ
গ্রহ তারকায় রূপান্তর
প্রকৃতির রূপ মহাবিশ্ব ভূময়
যুগে যুগে নব যুগান্তর !

নব আলোড়ন

তোমার আলোয় অন্তর গেছে ছেয়ে
চোখের দৃষ্টি কখনও যদি বা হারাই
যদি ভ্রান্তি আসে মেঘের আঁধারে ঘিরে
অঝোরে ঝরুক শ্রান্ত আকুল নীরে
আসুক শ্রাবণ বৃষ্টি প্লাবন
অটুট প্রাণে উঠুক জোয়ার—
ব্যথার তাড়সে যেন মর্ম খুঁজে পাই
আসে আসুক যত ঘাত প্রতিঘাত—
জীবনের স্তরে স্তরে—
চরণতলে দিয়েছ কুহেল পেতে—
দিয়েছ হৃদয় জুড়ে যাতনা যাচনায়

যেদিন এ জীবন হবে জীর্ণ নিঃস্ব শতরূপে
তোমার মহাবল তেজস্ক্রিয়তায়
দেহভার মুক্ত করে অনন্তে হব লীন !
সেদিন, তোমার অপার করুণা ধারায়
যেন এই আকাশ এই বাতাস এই পৃথিবী
চিরন্তন অনুপ্রাণিত দেখি চুপে চুপে !

অন্তর্যামী

চোখ জানে তার চোখের কথা
মন জানে তার মন
পথিক জানে ফেলতে চরণ পথে যতক্ষণ !
ধর্ম জানে সেই তো মহৎ, এক ছাদে যার-বাঁধ
কর্ম জানে কোন ঘাটে তার জীবন তরীর ফাঁদ
সাগর জানে সীমার মাঝে অথই যে তার রূপ
আকাশ জানে সবই তাহার, সদাই থাকে চুপ !
মা জননী জানে শিশুর সুখ দুঃখ ত্রাণ
জগৎ ধাতা সর্ব জ্ঞাতা জাগায় সবার প্রাণ !

তবুতো

জগতে আঁধার বড়, তবুতো আঁধারে বাঁচি
জীবন বিষাদময়, তবুতো আনন্দ যাচি
বাতাসে ঝড়ের দাপট ছড়ায় ঝঞ্ঝা শত—
তবুতো বিজয়ী সমীর স্নিগ্ধ কোমল কত !
নয়নে অশ্রু প্লাবন, তবুতো সাগরে চাহি—
ওষ্ঠে ব্যথার কাঁপন, হৃদয়ে নীরবে বাহি
বিদ্বেষ অকীর্তি যত—আড়াল করেছে মন
বিবেক শিখরে বসি—দেখেছে চিরন্তন !

আকাশে রূপের রাশি
দেখিতে ভালোই বাসি
তবুতো বন্নায় থাকি,
বিলাসে বিলাই হাসি
অন্তরে প্রেমের বান রুধিছে দ্বিধার টান
তবুতো উৎসভরা প্রকৃতি বিরাজমান !

হৃদয়ের ডাক

ছেঁড়া ছেঁড়া কালোমেঘের আস্তরণ হতে
বেড়িয়ে আসে নিশিত চাঁদের ফলা
শ্রান্ত ধূসর অন্তরীক্ষের বুকে
বেঁধে বার বার—
বিহ্বল বিস্তীর্ণ আকাশ হিম নীল হতবাক !
অবুঝ কোমল শিশির ঝরে নীরবে ঝরে
কালের অন্তরে ছিল বিভ্রান্তির গ্লানি
জাগে সমগ্র ধমনী জুড়ে শীতের শিহরণ !
ওগো ! মায়াবী নিঠুর গভীর রাত
স্মৃতি বিস্মৃতির দুয়ার খোলো
একটু চেতনার আলোয় ওই চেয়ে দেখো
শুক্ল একাদশীর চাঁদে
ছিটকানো কত মরা রক্তের দাগ !
আজ বাতাসে শুকনো পাতার অনুরণন
কিসের স্পন্দন ?
সুদূরে হা হা হৃদয়ের ডাক !

হিম বীতরাগ

হাড় ভাঙা দুর্দ্দার ব্যস্ততার আড়ালে
তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল তরুণ প্রজন্ম

পাড় ভাঙা স্রোতে একে একে নিয়ে গেল তারা
তরণী ভরা নতুন পরিকল্পনায় রত
জোছনায় সেই এক আকাশ প্রেমময় স্মৃতি
ভরে ওঠে শ্রান্ত শিথিল নয়নে
বুকের পাঁজরে পুঞ্জিভূত হিম বীতরাগ
ভোরের অন্তরীক্ষ জুড়ে
আজ বুঝি তার আবিষ্ট শোণিত ধারা
বিস্তৃত বিদীর্ণ নব দিগন্তে !

বিগত স্পৃহ

বিষণ্ণ ধোঁয়াশায় যা ছিল বিভ্রান্তি
বিবেকের উত্থান পতন
মনের মুকুরে ভেসে ওঠে সমুদয় প্রতিবিম্ব
বিদীর্ণ বিকীর্ণ প্রতিক্ষণ !
যৌবনে উল্লাসিত অদৃষ্টের ডোর—
ছড়ালো বিলাসী বিলাপ
তমস ঘন ঘোর !
দিনান্তে নীরব নিশীথ এল পিছু পিছু
হারালো ইন্দ্রজাল যেন.
পেয়েছি যাহা কিছু
মগ্ন থাকি আপনারই চিরন্তন ধ্যানে
পড়ে রই শ্রান্ত জীর্ণ আমি—
প্রশ্ন করি পৃথিবীর কানে
কোথায় আমি কে আমি !
আজ কেউ কি তা জানে ?
এক দিন ঘুচে তবে
অন্তর্লীন হয়ে যাবে ?
অকিঞ্চন এ জীবন বিশ্ব চরাচরে
চাহিবে না কেহ আর চিনিবে না মোরে ?

জীবন

ঘন মেঘে বজ্রাঘাতে—
মায়াবী বিজুলী হাসে
চমকে ! চমকে !
সমুদ্র ফেন পুঞ্জ রাশি
রচে অনন্ত কান্না
ছলকে ! ছলকে !
তরঙ্গ লহরী নাচে
পতন উত্থান মাঝে
পলকে পলকে !
একী বিশ্বের লীলা
ভাঙিয়া আবার গড়া
ক্ষণিকে ! ক্ষণিকে !
ঋতু রূপের বৃন্দ
কাঁপায় প্রাণের বৃন্ত
পরখে ! পরখে !
আলোকে বাতাসে মিশে
প্রকৃতি হৃদয় ঢালে
ঝলকে ! ঝড়কে !

শহর থেকে গ্রাম

যাব আজ কাঞ্চন গ্রাম।
ভালবাসার আস্রেড়ন বন্ধ কর
চেয়ে দেখো শ্যাম বাতি ! ট্রেনে উঠে পড়
শহর পার হল, ছুটেছে নয়নে,
উঁচু নীচু সবুজের মেলা, নীল দিগন্তের খেলা
দূরাদূর দুরন্ত সাদা কালো মেঘ,
উন্মনা শ্রাবণের একী উদ্রেক !

রঙে রঙে এঁকে যায় হৃদয়ের পাখা
আলস্য ঘুমের ঘোরে কিসের জড়তা ?
অব্যক্ত চেতনায় তাঁত খুলে খুলে
অন্তরে তোলপাড় করেছে কি কিছু ?
আহা ! উন্মুক্ত বাতায়নে কোল ঘেঁষে বস
যাওয়া আর ফেরা নিয়ে ভাবো, আরো ভাবো
প্রাণের দুর্বল দ্বার ভেঙে একাকার—
ঝড় উঠে থেমে গেছে, নেমেছে আঁধার
ধীরে ধীরে কাকন প্রায় এই এল, এল !
এখানে মনের কুহায় কেটে আসে আলো !

এদিনের নৈরাশ্য

প্রেম আনন্দ আবাদ ! সর্বময় একী হল আজ
নৈসর্গিক চেতনার কাছে ছিঁড়ে গেল যত সাধ !
একী প্রহসন নিত্য নূতন জীবনের প্রতি দণ্ডে
প্রতি ছন্দে
হারায় সকল আশার স্বপন
প্রতি দিবসের কাব্য ভাষণ
নিস্পন্দে !
ভোরের আতৃপ্তি রূপ বসন্ত বাতাসে
যে প্রাণ মেতে ছিল সেই অনন্ত আকাশে
নয়নে কোলভরা প্রকৃতির আলো
পলকে পলকে সব হয়ে গেল কালো !
শস্য সুরম্য সবুজ মিনার কোথায়
কংক্রিট আবরণে হায় হর্ম্য ছেয়ে যায়
এদিনের ভালবাসা জৈব আকুলতা শুধু
মিথ্যা মরীচিকা প্রাণহীন ধু ধু
সে তো কামনার খেলা আপনাকে ভুলি
ক্ষণিকের মাতামাতি

এ তো নয় প্রেম নিকষিত হেম
অমল আনন্দ নিতি !

ঋতুরাজ

জীবন মৃত্যু সঙ্গমে আজ
বসন্ত ঋতুরাজ
শিথিল বাঁধন করিয়া ছিন্ন
নিঠুর ভাগ্য গড়িল ভিন্ন
ফুল পল্লবে এল মধুকরি
ডাকিছে দোয়েল হৃদাকাশ ভরি
ফাগুন পশিল গুঞ্জরিয়া
দৃপ্ত আলোকে উচ্ছ্বসিয়া
মর্মরিয়া শুষ্ক পাতায়
স্বপ্ন বিপুল পূর্ণ আশায়
উদ্ধত তার উন্মিলিত চোখ !
একী দুরন্ত জীবন আলী
উজার করি হৃদয় ঢালি
লক্ষীছাড়া ছন্নছাড়ার
এই কি সাধন যোগ ?
কোথায় জঙ্গম কোথায় স্থাবর
কোথায় ধরিত্রী কোথায় সাগর
নব বসন্ত ক্রন্দসীময় ছড়িয়ে একাকার
অরুণ প্রভাতে সাজালো কার রূপের সম্ভার !
আকাশ ভরা পাগলা হাওয়া
বিস্ফারিয়া বসুন্ধরায়
ফেনিয়ে তোলে মহাসাগরে
রুদ্র যে তার রূপ !
মহীরুহ উঠল মেতে
সর্বহারা ঋতুর শেষে

বোঝে তারে অঙ্কুরিয়া
ফুটলো নতুন কুঁড়ি এসে
অন্তরেতে প্রাণের কুহন
জাগায় অনুরূপ !

বুভুক্ষা

অতন্দ্র নয়ন আকাশ দেখে
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
উন্মুক্ত হৃদয় খুঁজে বেড়ায়
ভাবনা ঝাঁকে ঝাঁকে
অতীন্দ্রিয় পরশ ভরে জাগায় অনুভূতি
দুঃখ দাহন সাজায় চেতন চিন্তাভরা মতি
বুভুক্ষা লেলিহান হানল পরাণ
জীবন গেল ধ্বসে
স্বপ্নে গড়া কাব্য যত
রক্তে গেল ভেসে ।

হোলাকা

দোল পূর্ণিমার এই শুভক্ষণে
নতুন যুগের কিশোর কিশোরী -
কোমল হৃদয়ে আয়
চির সত্যের গান গাই
এসেছে আবার নব বসন্ত
ভয় নাই আর ভয় নাই
হিরণ্যকশিপুর-স্মৃতি মনে আসে
দানব সমাজে নিঠুর নৈরাজ্য যত —
ধিক্ ! আজও কেন জাগে মানুষের দেহে

সেই কদর্য বিদ্বেষ।
দম্ভুজের মত অবারিত।
উৎস ভরা পুণ্য লগনে
ফাগুনের পূর্ণ চন্দ্রে চাহি
হোলাকা অনলে দেবরে গরিমা ঢালি
লক্ষ শিখায় জ্বলব সকল প্রাঙ্গণে
দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ সম হাসিব শৌর্যে
বিশ্ব প্রেমের বন্ধনে।
ওরে মহামানব কোথায় মাতিস আজ।
ও তোর রুদ্রবীণায় করুণার মিড় বাঁধ
আজ, পথের ধুলায় যারা অসহায়
তোল। তাদের বুকে তোল।
এসেছে আবার নব বসন্ত—
আহা। রুদ্ধ দুয়ার খোল।

হাহাকার

শব্দ তুলে করিস কি তুই হাহাকার।
অন্তরে তোর স্নিগ্ধ চেতন লুকিয়ে আছে
নিদাঘ রাতে অলক্ষেতে শুকোয় পাছে
দুই নয়নের অশ্রুপাতে ভিজিয়ে রাখিস একাধার
রৌদ্র প্রখর মর্মবেদন জানায় হাজার নিযুত বার-
নিত্য সে তার হৃদয় দুয়ার খোলাই রাখে
অন্ধকারে হাত না বাড়াস চলার বাঁকে
মেঘ সন্ধ্যায় ঝাঁপ দিয়ে আয়
দুঃখ নদীর পার।
সুখের নীড়ে শ্রান্ত বিলাস
স্বপ্ন দেখে নির্বিবাদ
জাগিয়ে তাকে বিবেক রথে
তুলতে পারিস আর্তনাদ?

বিষাদ যাতন প্রেম অনুরাগ
কেউ কি আপনার ?
একই সূত্রে গাঁথে যে চিত্ত—
সে বাঁধে অমরা ঘর !

বসন্ত

ওরে হিমান্ত—
নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে দেখ অথই নীলে
রূপের সীমা যায় কত দূর আকাশ কূলে
কোন বিরহে দুঃখ দাহন অটান বুকে
দূর দরিয়ার ভাসিয়ে দে তোর হৃদয় খুলে
ও ফাল্গুনী—
কেশব কাঁটায় রক্তচরণ অসন্ত্রাসে
ঝুমুরা তালে বাজবে সে রাগ মধুমাসে
নব অঙ্কুরে লাগল কাঞ্চন রঙিন আশা
আঁখির কোলে কান্না বিধুর ভালবাসা !
ও ঋতুরাজ—
রাকা রাতের আলোয় যেতে
বন বীথির শাখায় শাখায়
শুকনো ঝরা পাতায় পাতায়
পথ ভুলে আয় অলক্ষ্যেতে
মর্ম বেদন উঠবে জ্বলে
অভ্র প্রদীপ তারায় তারায়
উৎস আকুল অনুরণন
গান বাঁধি আয় অন্তরায়
ও বসন্ত—
দোল দিয়ে আয় ঝঞ্ঝানিশা
হৃদয় তুফান চিনব ওরেই
বক্ষ বিধায় যদি হারায় দিশা

আহা দেখব ধুলায় খেলাধেলা
যদি সব ভেঙে যায় পূর্ব ধারায়
নব উত্থান হবেই হবে !

তারা মৈত্রী

আচম্বিক মুখোমুখি
অকারণ চোখাচোখি
পলকে পলকে হায়
জাগে শিহরণ !
ধীরে ধীরে বিজন বেলায়
চেয়ে থাকি আকাশ মেলায়
জুড়ি ব্যথা বিরহের
দেখি জীবন সুদূরের
ধু ধু করে মন
মরমের ঢেউগুলি
সাগরেই ওঠে দুলি
অলীক প্রকৃতি বুঝি
চেতনার ধাপে ধাপে
খেলে অনুক্ষণ !

পৃথিবীর চিঠি মঙ্গলগ্রহে

ওগো অন্তরতম মঙ্গল—
এই উনিশশত নব্বই সালে
তুমি এত কাছে এলে
হল না ছোঁয়া হল না পাওয়া
গহন মনের মর্মবেদন
হৃদয় দুটি জুড়ে

হয়তো আবার আসবে আরো নিকট
না জানি কত আলোকবর্ষ পর—
সেদিন ঐকতানে গাইব দুজন
কল্পগাথা যোজন যোজন
সৌরজগৎ ঘুরে
ভাঙবে সকল দুর্গমতা
একূল ওকূল বাঁধব সমান ঘর—
শূন্যে হবে চরম দৃষ্টিপাত !
এক নিমেষে পলক তুলে
তোমার আমার সজীব দেহে
দেখব জীবন দেখব তখন
আত্ম বিহ্বল স্নিগ্ধ নয়নভর !
সুযোগ ? ভাগ্যক্রমে সে মাটি ছুঁয়েছি আগেই—
তবু আসবো আবার নিজেই তোমার ঘরে
যুগ যুগান্তের সিক্ত আঁখির নীরে !
থাক পড়ে থাক জন্মান্তরে—
ভাবি এই পৃথিবীর স্বপ্ন আছে
যত—
অলীক লীলার মত
আমেরিকার পেয়েছি অন্বেষণে
আহা ! পেয়েছি সেই রূপময়ী যান
বছর কিছু পার হলে আর—বক্ষে আমার
নব শতাব্দে তোমার প্রাণের স্পর্শ পাবো
বিলীন হবে অভ্রভেদী সুদীর্ঘ ব্যবধান !
(ইতি তোমার প্রেয়সী পৃথিবী)

পুনঃ আরো কাছে মঙ্গল ;
সোমবার ২৯ অক্টোবর ইং ১৯৯০ সাল
স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে খবর ।
২০শে নভেম্বর ১৯৯০ সাল মঙ্গল
গ্রহ নিজের দূরত্ব থেকে ওই দিনে পৃথিবীর

নিকটতম দূরত্বে আসছে যাবে ৭৭.৩
মিলিয়ন কিলোমিটার পৃথিবীর তফাতে থাকবে।
তারপর ধীরে ধীরে সরে যাবে।

বার্ধক্যের বিড়ম্বনা

আমি চেয়েছিলাম—
আলোর স্ফুলিঙ্গ জেলে
জীবনের পরতে পরতে
সুখের পসরা সাজাতে
সেতো নবীন প্রজন্ম তরঙ্গে
ভেসে গেল দূর—
আমাকেই হেলায় পরপ্রান্তে ফেলে
সম্মুখে ধু ধু পথ ধোঁয়াশা দুকূল—
কেন তবু তন্ময়মন স্বপ্নের দিশারী
সর্বাত্মিক ভালবাসার অনুক্ষণ ভিখারি
অলীক বুভুক্ষায় ভুলি সেই ভুল—
স্থবির আমি হায় নিঃস্ব অপারগ!
একী নিব নিব আলো!
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যা হল কালো
পরিশ্রান্ত আঁখি পল্লবে
বেদনার চাপে চেতনার ধাপে ধাপে
অবিরাম ভাবি অপলক!

নব উপহার

আজ কেন যে আমার ভাবনা এমন
নব মিল মিল ঘিরে
বিস্মৃত কত মধুময় দিন

হয়তো আবার আসবে আরো নিকট
না জানি কত আলোকবর্ষ পর—
সেদিন ঐকতানে গাইব দুজন
কল্পগাথা যোজন যোজন
সৌরজগৎ ঘুরে
ভাঙব সকল দুর্গমতা
একূল ওকূল বাঁধব সমান ঘর—
শূন্যে হবে চরম দৃষ্টিপাত !
এক নিমেষে পলক তুলে
তোমার আমার সজীব দেহে
দেখব জীবন দেখব তখন
আত্ম বিহ্বল স্নিগ্ধ নয়নতর !
সুযোগ ? ভাগ্যক্রমে সে মাটি ছুঁয়েছি আগেই—
তবু আসবো আবার নিজেই তোমার ঘরে
যুগ যুগান্তের সিক্ত আঁখির নীরে !
থাক পড়ে থাক জন্মান্তরে—
ভাবি এই পৃথিবীর স্বপ্ন আছে
যত—
অলীক লীলার মত
আমেরিকার পেয়েছি অন্বেষণে
আহা ! পেয়েছি সেই রূপময়ী যান
বছর কিছু পার হলে আর—বক্ষে আমার
নব শতাব্দে তোমার প্রাণের স্পর্শ পাবো
বিলীন হবে অভ্রভেদী সুদীর্ঘ ব্যবধান !

নিকটতম দূরত্বে আসছে মানে ৭৭'৩
মিলিয়ন কিলোমিটার পৃথিবীর তফাত্তে থাকবে।
তারপর ধীরে ধীরে সরে যাবে।

বার্ধক্যের বিড়ম্বনা

আমি চেয়েছিলাম—
আলোর স্ফুলিঙ্গ জ্বেলে
জীবনের পরতে পরতে
সুখের পসরা সাজাতে
সেতো নবীন প্রজন্ম তরঙ্গে
ভেসে গেল দূর—
আমাকেই হেলায় পরপ্রান্তে ফেলে
সম্মুখে ধু ধু পথ ধোঁয়াশা দুকূল—
কেন তবু তন্ময়মন স্বপ্নের দিশারী
সর্বাত্মিক ভালবাসার অনুক্ষণ ভিখারি
অলীক বুভুক্ষায় ভুলি সেই ভুল—
স্থবির আমি হায় নিঃস্ব অপারগ!
একী নিব নিব আলো!
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যা হল কালো
পরিশ্রান্ত আঁখি পল্লবে
বেদনার চাপে চেতনার ধাপে ধাপে
অবিরাম ভাবি অপলক!

নব উপহার

আজ কেন যে আমার ভাবনা এমন
নব ঝিল মিল ঘিরে
বিস্মৃত কত মধুময় দিন

একে একে এল ফিরে
বিধাননগর ঝিলঝিল নিকোপার্ক—
নেমে গেছে নীলিমায় ঘেঁষে
শ্যামল দিগন্তে মিশে
প্রমোদ ক্রীড়ার বর্ণাঢ্য সৃজন
মহিলা পুরুষ শিশুর মিলন
ঘোচে গ্লানি ঘোচে অবসাদ !
মাঝে মাঝে খচিত মাটির কালি
তরু পল্লবে, অয়নের ধারে
সাজানো ফুলের আলী
অদূর 'নল বনে' বিশাল নিথর হ্রদ
আলো বিকীর্ণ ওপারের তটে
তরনী বাওয়ার পথ
বাহির প্রান্তে ঝাঁকড়া মাথায়
বাতাসে সারি সারি
—নারিকেল তরুমাঝে
অলস দুপুরে কভু তামসী ধোঁয়াটে রাতে
নয়নে আবিষ্ট দূরবীক্ষণে
সমুখে মহাবীর বিকাশ
—আবাসনে
আমি দেখি বাতায়নে বসি
কত যে তারকা পড়ে খসি
কত যে প্রহর যায় চলে
সত্যি ! সে কী আমায় গিয়েছে ভুলে ?
একটি প্রগাঢ় অনুভূতি
হঠাৎ একপ একী !
জাগালো প্রবল আলোড়ন
মনের উপকূলে !
নিকোপার্কের কংক্রিট আচ্ছাদন হতে
ধমনীর দুরন্ত কম্পন বহে নিয়ে যায়—

অতীতের স্নিগ্ধ বুহরিত সুরম্য শাখলে !
এপারে কেষ্টপুরের খালে
চরণ সেতুর পরি
আজ একাকী সরসী দিনে
ঊর্ধ্বে বদন করি
ভাবোন্মাদ নির্মেদ ওই দীর্ঘকায় যুবক—
ওঁকে যেন চিনি ! আরে উনি ! সে যে উনি !
উদ্রিক্ত আঁখি-পাতা
স্কন্ধে বোম্বাই ঝোলা সাদা
হাতে যেন কী ? ওয়াক ম্যান ?
ভি. ডি. ও ক্যামেরা ? ক্যাসেট ?
না তো ! আহা ! কবিগুরুর সঞ্চয়িতা !
ফাগুনের পাগলা হাওয়ায়
অবাধ অলোক গুচ্ছ
ললাট ছেয়ে যায়
আজ কোন বিলাসীর দ্যুতি
স্বতনুতে সাবেক রঙিন নীলাম্বরী ধুতি !
চিকন সোনালী মিহি পাড়
নিবিড় আবেশে দেখি অপরূপ একী !
বিরাট উজল দেহে হারালো দিশা কার !
সেই লক্ষ্ণৌয়া নীল কুর্তা জড়ির সুবাহার
সেবার জন্মদিনে দেওয়া
আমারই নব উপহার !

(রঙিন ধুতি প্রচলনের প্রয়াসে)

স্বাক্ষরতা

ওরে নিরক্ষর ! অযোগ্য নাগরিক !
কী হবে এই মিটিং মিছিল শহরের চারদিক

স্বদেশ প্রেমের রক্ত ধারা
তোর ছায়াতেই ছড়িয়ে আছে
সেই ধূলিতেই খুঁজতে হবে
অমূল্য ধন মানবতার
আয় ভেঙে আয় রুদ্ধ দুয়ার
অবগুণ্ঠিত নারী
শিক্ষার পথে তুলে ধর হাতে
নব মুক্তির বাতি !
নিশান্তিকায় জীবন খেয়া
আয় বেয়ে আয় কর্ণধার—
দিক চিনে তাই সেই পারে যাই
করতে হবে সারোদ্ধার
আয় আরোহী নিরাশ্রয়ী
লেখাপড়ার অর্চনায়
বিশ্ব পাথার পার হবি চল্
সাক্ষরতার দক্ষতায়

নতুন বছর নতুন আশায়

হা হুতাশের মাঝে হঠাৎ
খুশির জোয়ার ছুটল বেগে
নতুন বছর নতুন আশায়
—রাঙল আবার বৈশাখে
চৈত্র শেষে অজড় মেঘে
রৌদ্র মাখে ঝকঝকে।
ও ছেঁড়া মেঘ যাও কোথা যাও
নির্ভাবনায় ভেসে—
তোমার উজল দেহে রঙের খেলা
দিগ্‌দিগন্তে মেশে

তপ্ত প্রখর ব্যাকুল বাতাস
—হৃদয় পরশ তরে
উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে
—বিশ্ব চরাচরে
পূব হতে সেই অস্তাচলে অর্ক চলে ধীরে—
রুদ্র ছড়ায় আলোর নাচন
বাতল ভুবন ঘিরে!
ঝাপসা মাঠে ধূলায় ধূলায়
বন বীথির বৃক্ষ শাখায়
ঊর্মি মুখর সাগর বেলায়
প্রান্ত হতে প্রান্তরে
লাগল কাঁপন তীব্র দাহন
কোমল সবুজ নধর পাতায়
ডুকরে কেঁদে ঝলসে যেন
ঘুমিয়ে পড়ে তরুলতায়
শিশির ঝরা রাতের শেষে
জাগবে আবার নির্নিমেষে
স্বপ্ন বিহ্বল স্নিগ্ধ চোখে
সিক্ত মধুর প্রত্যুষে
নতুন দিনের ইশারাতে উঠল মেতে—
বাঁধ ভাঙা আজ প্রাণের ধারা-আত্মহারা
—উদ্ভাসিত অন্তরে
উতল হাওয়া সকাল সাঁঝে
ঝরা পাতার অনুরণন
কণ্ঠ বীণায় উঠল বেজে
শ্রান্ত দুপুর গোধূলি ধূসর—
অতন্দ্র রজনীর আঁধার শেষে
নীল সাগরের সফেন দোলায়
ভোরের আকাশ মিলুক এসে!

বিধাতার চরণে একী !

একী বিড়ম্বন ! প্রকৃতির কাছে নব প্রভাতের তীরে—
সগু ফোটা নিঃসহায় যৌবনী পুষ্প ছিঁড়ে ছিঁড়ে !
নির্মাল্য ? গাঁথ কার স্মরণে
অন্ধ ভাবনা ঘিরে—
ওই গাছের স্রষ্টা যিনি, সেই তো স্বয়ং ধাতা
বৃক্ষলতা একান্ত আপন, আমূল জীবন দাতা
সবার প্রাণে এক বিধাতাই সর্ব ঊর্দ্ধময় !
উদার অপার সৃষ্টি সৃজন অনিমেষ এঁকে
গৃহের কোণায় ব্যর্থ পূজায় আড়াল কর তাঁকে ?
এযে আড়াল করো উদার হৃদয় প্রকৃষ্ট
—চেতনাকে
অবুঝের মত আজ একী কাজ প্রগতির পথে পথে
দাঁড়াও ! নিঠুর দাঁড়াও ! ওহে জীবান্তক—
অকারণ আহা ; কোমল তরুশাখে দিও না আঘাত—
দিও না আহত নিদারুণ প্রসূন মালা,
বিধাতার চরণে একী ! নৈসর্গিক অবমাননা !
নিত্য মহৎ প্রেমের এই কি পরিচয় !
রাঙা দিগন্তে মেঘের চূড়ায় উদীর্ণ কিরণ মেলা
ফুল না ছিঁড়ে, দেখো সীমান্ত !
—এই তো সাধন বেলা
তামসী রাতের মিষ্ট স্বপন হিমের অনুরাগে
নিশান্তিকায় কোন ভাবনায় আপতন তার ভূঁয়ে ?
প্রত্যূষ কলি মঞ্জিমা ভরি সবুজ বৃন্ত হতে
সিক্তি বাস অন্তর ছেয়ে সবই দিনের স্রোতে
জানি নির্ঝরে যাবে ধুয়ে
কিসের প্রয়োজন, ফুলের অর্ঘ আয়োজন ?
ক্ষণিকের কুসুম শ্যামল মহীরুহে অম্লান হোক—
হোক শাশ্বত ! মৃত্যুঞ্জয়ী সোহাগে পরাগে
ত্রিলোক ছুঁয়ে !

চোখ

দীর্ঘাক্ষের আননে ক্ষুদ্র সজল দুটি চোখ
তার কোলে আরো ক্ষুদ্র দুটি মণি তারা
কিন্তু এই অক্ষি যেন অতল সিন্ধু হারা
মণিমুকুরে ভেসে ওঠে স্বরূপ। নিসর্গ ত্রিলোক!
আচম্বিক বিহ্বল প্রেম্বিক বিশ্ব ভাবনা ঘিরে—
প্রেয়সীর স্নিনিবিড় চোখে রাখে চোখ—
যুগ যুগান্তের পারে কে ডাকে বার বার— ?
প্রত্যগ্র বর্ণাঢ্য জীবন-জীবন-জীবন!
আত্মবিধুর চিরায়ত নয়নে-নয়ন-নয়ন!
হৃদয় সরসী একাকার!
আঁখির মহিমায় জানি ত্রিবর্গের অভ্যুদয়
তবুতো কখনও এই চোখকেই এড়াতে হয়!
কালের অচেতন প্রলয় ঝড়ে
আদি অনন্ত ঘিরে সূক্ষ্ম সুদূর দৃষ্টি
বিধৃত বিকীর্ণ সর্বভূতময়!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ছবি

শতবর্ষ পরে ওগো শ্রীরামকৃষ্ণ!
ছবিটি তোমার স্মৃতিচিহ্ন
যেন জীবন্ত স্বরূপ!
দু নয়নে ভরা আলো
ধ্যানের আসনে নিমগ্ন নিশ্চুপ
সতত আত্মপ্রদীপখানি জ্বালো
যে আলো চেতনার আগুন উত্তাল হৃদয়ে জ্বলে
যে আলো মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ প্রস্ফুটন
আঁধারের পলে পলে

দেখেছি সে দুটি আঁখিতে অমৃত সাধন সিদ্ধি
বিকশিত অধর ছেয়ে জ্ঞানের সমৃদ্ধি
স্নিগ্ধ সরল অলকে কিসের নিশানা ?
অকুণ্ঠ প্রাণের দিশারী
অনন্ত নিগূঢ় ভাবনা !

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই'

কেন জাতি ধর্ম নিয়ে এত উত্তপ্ত !
সে তো ক্ষণিকের, অলীক রূপান্তর মাত্র !
চিরায়ত ধর্ম অখণ্ড মমতায় পরিব্যাপ্ত
ভেসে যাক সংকীর্ণ প্রিয় বাসনা
নেমে এস বহুতল ভাবনা ছাড়িয়ে
একাকী নিভৃত সাগরবেলায়
উচ্ছল জলের তরঙ্গে পাবে কূল !
মুঠো মুঠো শহরের রক্তিম আকাশে
বিষণ্ণ ধূসর ধোঁয়া বাতাসে
বারুদের পোড়া গন্ধ !
দেশ জুড়ে জলে নিঃসীম চির দ্বন্দ্ব !
কেঁপে ওঠে আঁধার ছাওয়া দিন
মিটিং মিছিল নিত্য পথে লীন
নয়ন-চেতনা হীন !
যায় কোথা জ্ঞান হারায় বিজ্ঞান
কুহেলিকাময় সমাজতন্ত্র
মরীচিকা রাজনীতি মূল—
এক বিধাতা তাঁর বিভিন্ন ইঙ্গিত
রামমন্দির হোক অথবা বাবরি মসজিদ

আমরা মিলে জুলে একাত্ম স্বজন
প্রতিটি প্রত্যূষ দেখি সুখে দুখে আজীবন !
ধরণীর প্রতি নিবিড় ভালবাসা চাই
শুধু এইটুকু জানি এইটুকু মানি
স্মরণ করি সেই চণ্ডীদাসের বাণী
"সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই" ।

মোক্ষদ

সর্বত্যাগী মৃত মানুষটাকে আবদ্ধ করেছ
—কাচের বাক্সতে
কিন্তু কতক্ষণ !
নয়নে কুম্ভিরাশ্রু ঝরার আর তো বাধা নেই
তাঁর আঁখিতে আজ মুক্তির বন্ধন
আর দেরী নয় স্বস্থির চেতনায়
তাঁকে রজনীগন্ধার শয্যা থেকে তুলে ধর
শ্মশানের আঁধারে অপেক্ষমান
উন্মত্ত মানুষের নির্বাক তাড়না
মর্মাহত নিস্তব্দ যাতনা
লোড শেডিং শেষ হল !
চেয়ে দেখো তোমার পালা,
এল ক্লান্ত নয়নে ঝলসানো আলো
সমুখে হা হা ক্রিমেটোরিয়ামের আগুন !
তারপর ? শবের একী নির্মম নিঃসাড় উৎসারণ !
নিমেষে নিঃশেষে ভস্মাভূত !
—নির্মল মজুমদার
'মোক্ষদ' কে ? কার ??

একী প্রেম

কভু ভাবি প্রেমমূর্তি ধূর্ত অতি
পথে ঘাটে চলে নিয়ে ভয়ঙ্কর গতি
আড়বেলা বারবেলা কোন বাধা নয়
ঘুরেঘুরে রাঙা চোখ মুখ ধাঁধা ময় !
ঝাঁপ দেয় উল্লাসে ঝড় ঝঞ্ঝায়
ধোঁয়াটে আকাশে উড়ে নিমেষে হারায়
কেউ খায় ধাক্কা কেউ পায় অক্কা
কেউ বা হতাশায় ছুটে যায় মক্কা !
দুপ্‌দাপ পড়ে কেউ কাঁদে কাটে ভেউ ভেউ
কেউ প্রেমে জড়সড়, ঘামে কেঁপে থরথর !
কেউ হাসে মজা দেখে চোখ মুখ বেঁকিয়ে
কেউ থাকে না বুঝে হায় ফ্যালফ্যালে তাকিয়ে !
ভাবো বসে দিন রাত
ভালবাসা কিবা কেম
বলো তবু প্রাণে এসো
প্রিয়তম ওগো প্রেম !

সেদিন শিকাগোতে বিবেকানন্দ

শতবর্ষ আগে শিকাগোতে
সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে—এল কোন কর্ণধার ?
হাতে ছিল চির চেতনায় অর্ঘ যার
সেই দিব্য চরিত্রবান্ সুদর্শন সুকুমার
বিপন্ন ভারতের দারিদ্র্য ঘোচাবার
একান্ত অভীপ্সা ছিল তাঁর।
বিকচোন্মুখ ব্রহ্ম কমল ! উন্মাদ প্রেম শতদল
—সৌরভ বিকিরণে

অতি অগ্রোন্নত আমেরিকায় নরেন্দ্র
—এসেছিল একদিন
সেদিন বিশ্ব মহাধর্মসভায় কত বৈচিত্র্যময়
ধরা চূড়ায় উপবিষ্ট সারি সারি নরনারী লীন
এগারই সেপ্টেম্বর আঠারশত তিরানব্বই সন
সেদিন বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব অভিবাদনে
উপর্যুপরি করতালি ধ্বনি হল গুঞ্জিত
—অতি দীর্ঘক্ষণ।
রুদ্ধশ্বাস হলে অভিভূত মানব সমুদয়
—ভ্রাতৃ ভগিনী সম্বোধনে
মেতে ওঠে যেন অসংখ্য নির্ঝর নায়েগ্রা সম্মুখ!
ধীরে ধীরে অমৃত ভাষণে জেগে ওঠে
প্রতিটি অন্তর। মহানুভবতায় উন্মুখ!
তারপর? প্রতীচ্য ভাবনায় উঠেছিল ঝড়—
বিস্ময়ে কেঁপে ওঠে খ্রীষ্টবাদী দম্ভী অনুচর!
দূরাদূর প্রচণ্ড হর্ষ নন্দন!
বুঝি শহরের হর্ম্য বেয়ে—
গুরু গুরু শ্রাবণের বারি বর্ষণ!
মিলে যায় পৃথিবীর ওপার-এপার—
দুই অদৃষ্ট প্রান্তর
স্বামীজীর বিপুল সংবর্ধনায় মুখর।
নয়নে ভেসে ওঠে ভারতের বৈদিক ইতিহাস
এক ঈশ্বরত্ব—ধর্মের আমূল সূত্র
সর্বোজ্জ্বল বেদ বেদান্ত স্তোত্র!
সংকীর্ণ মতান্তর ছাড়িয়ে কঠিন প্রত্যয়ে
পরিশেষে ভিন্ন দেশের দশটি ধর্ম দীপ প্রজ্জ্বলিত
সত্যের দৃপ্ত শিখায় হল উদ্ভাসিত!
সেদিন বিবেকের প্রাণে ছিল থরথর কম্পন
সে তো ছিল শ্রীরামকৃষ্ণময় স্পন্দন!
প্রশস্ত ললাট ছেয়ে অপরাজিত চিন্তন

আয়তো লোচনে গৈরিক বসনে

সুপ্রবীর নবীন নরেন্দ্র তন্ময় !

কণ্ঠে ছিল যা সরস্বতী বাঙ্ময়

শতবর্ষ আগে শিকাগোতে

—আবির্ভূত হয়েছিল বিবেকানন্দ কর্ণধার—

আজও বুকে দোলে তাঁর বিজয়ের ফুলহার !

সেই সবুজ

এদিনের মুমূর্ষু বিলাসী বিলাপ ছিঁড়ে

হে চিরায়ত জীবন ! নীচে নেমে এস ফিরে

আর চাই না অবক্ষয়ী এমন বিচিত্র বিজ্ঞান

চাই না সাধের সৌধ আকাঙ্ক্ষা অফুরান

নব বসন্তে অঙ্কুরিত হোক সেই সবুজ

শাশ্বত হোক আবর্তিত নতুন আরণ্য ভুবন

জননী ধরিত্রীর বুকে কর্কশ কঠিন

বটিকা সংকুল মাটিতে অবোধ শিশুটি

যেমন প্রথম দাঁড়াতে শিখেছিল

সেই মাটিতে দিন রাত্রির আলোকে আঁধারে

নিবিড় প্রাণের স্পর্শটুকু

সে শুধু চিনে ছিল

কিন্তু একী হল আজ ? এদিনের জীবন !

দুর্দম জনস্রোত, আকাশচুম্বী ইটের মহারণ্য

বিদীর্ণ অট্টনাদ, অগণিত যানবাহন কলকারখানা

চতুর্দিকে বহুমুখী পরিযোজনা

মিথ্যা সুখ স্বপ্নের এষণায়

একী প্রাণান্ত প্রয়াস !

ফিরে আসুক আবার সেই সবুজ সেই জীবন

নব দিগন্তে হোক অবিনাশ !

বেরীতে

শীতের হিমেল হাওয়ায় জমে আসে মেঘ
তবু মনে কিসের উত্তাপ এত উদ্বেগ !
আমি উন্মাদ ছুটে চলি পথের ধারে ধারে
ম্যান-চেষ্টার শহর থেকে নিকট প্রান্তরে
ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টিতে ছোট্ট নগরী বেরী
ওয়ার্মূস্লি রোডে লাল বাড়ি সারি সারি
হঠাৎ ঝাপসা হল !
ঝেঁপে এল উজ্জ্বল শুভ্র তুষারপাত—
নিমেষে আকাশ বুঝি ভেঙে চুরমার করে
কেঁপে ওঠে বাতাসে একী নিস্তব্ধ নিশুতি রাত !
তারপর ? ভোরের অস্ফুট আলোর মেলায়
—সুদীর্ঘ রজনী ভুলি.
কভু তোমাকে জড়িয়ে ফেলি বেরী !
তুমি ধীর রুচির সহকারী
জানি না বিশ্বের সীমানা কোথায় ?
তুহিন কোমল মৃন্ময় তুলি
স্নোম্যান গড়ার নিছক খেলায়
সুদূর অপরূপ প্রকৃতি দেখি ভালবেসে
হায় আমি হারিয়ে গেছি
—সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রে এসে
ভারতের গ্রামীণ অমৃত আস্বাদ হতে
—দিগন্তরে ভেসে
চকিতে প্রাণে সম্বিত ফেরে একী !
ক্ষণে ক্ষণে সেদিনের অতীত
প্রতি পলকে পলকে ঝরে
দেশে সোহাগে একাকার জন্মভূমি
দুর্বার স্মৃতি বিস্মৃতি ভরে !

বিধান নগর

আজ জীবনের অবকাশে
কত কী যে ভাবনা আসে
মনের মাঝে জমে জমে
দোলন লাগে ক্রমে ক্রমে
শ্রান্ত দুটি নয়ন বুঝি
ভরে ওঠে অশ্রু জলে !
কোন সুদূরের ভাবনা একী
জটায় কেন কিসের ছলে ?
'বিধান নগর' নগর বিধান
নীরস কঠিন বক্র শটান
কিসের তরে আঁকড়ে মোরে
পাগল করিস বারে বারে ?
যতই ভাবি ছাড়িয়ে তোরে
পালিয়ে চলি অনেক দূরে—
যেথায় আমার জীবন গড়া
বইছে শত প্রাণের ধারা
সেথায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি
প্রেমে মায়ায় জড়িয়ে মরি
তবু আমার 'নগর বিধান'
সবই যেন করিস আসান
তোরই মায়ায় জড়িয়ে শেষে
সময় কাটাই ভালবেসে
তাই তো ভাবি একলা বসে
কোথায় যাব জীবন শেষে ?

নব বর্ষা

এক খণ্ড মেঘ আসি
কহে চাহি মৃদু হাসি
গ্রীষ্মের শেষে বর্ষা আবেশে—
আকাশের যেন আমি রাণী !
শুনি গর্জে মেঘ কালো
বলে উর্দ্ধে টলোমলো
ওহে মূর্খ শোন এই বাণী
উন্নত শির রাজা আমি
এই মহাকাশে
তুচ্ছ হেন শুভ্র নারী
হেথা কিনা আসে !
তোর তুল্য কেবা আছে
দেখ চারিধারে
মূল্য নাহি তোর হেথা
দূর হয়ে যারে !
কাঁপে অতি সাদা মেঘ
ক্রোধে অপমানে
উত্তাপে উম্মাতে—
দীপ্র আঁখি হানে !
উজ্জ্বল তনু এলায়িত কেশ
চঞ্চল বায়ু ভরিয়া
উড়িছে গগনে গহন ভেদিয়া
সীমন্তক ভরি রাঙিয়া
ললিত চরণে গোধূলি লগনে
ঘন ঘোর মেঘ কোলে
ভাবে নিমগন্ কাঁপে তনুমন
আঁখির লহরী দোলে !
ঘন কালো মেঘ স্পর্দ্ধা দেখিয়া

কহে বজ্রারি দন্ত হানিয়া—
"সৈন্য সকল গরজিয়া যাও—
চারিদিক ওর ঘিরিয়া দাঁড়াও"
ঝলকে ঝলকে লক্ষ হারায়ে
পলকে পলকে বিজলী হারে
সৈন্য সকল মূর্ছিত হায় !
কহে কালো মেঘ করুণ স্বরে
"একী ইন্দ্রজাল বুঝি সৌদামিনী
ধ্বনিয়া প্রলয় বাজ !
ধ্বংসিয়া দিলে দুর্দম ঘাতে
এই গর্বিত মেঘ রাজ ?
আলো ! আলো ! আলো ! একী চমকায়
এই মহা দ্যুতে আঁখি যায় ! যায় !
ওগো রূপসী দাও তব দেখা—
নহিলে যে প্রাণ যায়
ঝর ঝর ঝরি বিগলিত ক্রোধ—
ঝরিতেছে ধরধায়
ওগো মেঘ সংঘর্ষণ শকতি
জগাধর কম্পন মূরতি—
খেলি মোহিনী সোহিনী শম্পা
তুমিও কি কাঁদ অনুকম্পা !
ভালোবাস কারে—এই অক্ষমেরে ?"
কহে অতি সাদা মেঘ লুটায়ে পদতলে
"লহ ওগো মোরে আপনার করি
নব বর্ষার আঁখি জলে
যত প্রেম আছে বিবেক সাগরে—
সেথা নাহি সাদা নাহি কোনো কালো
করুণা ধারায় বহিতেছে শুধু
প্রাণ সরসী ছলো ছলো !"

ঝিমায় বেরী ঝিমায়

শ্রান্ত নীরব বিজন পথ—
যান চলাচল বন্ধ সব—
ধূসর ছায়ায় বিজলীর দীপ জেলে
বেগার্ত দিবস দূরের কূলে ঠেলে
শুভ্র কোমল তুষার পাতে
দিনান্তে হায় ঝিমায় বেরী ঝিমায়!
আকাশ-ক্ষোরে বিষম উত্তেজনা
পাগলা হাওয়ায় ছড়ায় দিগ্‌বিদিক—
শীতের কাঁপন ধরায় শিরায় শিরায়
অতন্দ্র নয়ন চিন্তাধারায়
ঝিমায় বেরী ঝিমায়!
ল্যাঙ্কাশায়র কাউন্টিতে এই
ম্যানচেষ্টার এর কাছে
ভারতের সেই গ্রামীণ স্মৃতি ভাসে
বেরীর উপর ওয়াম্‌স্লি রোডে এসে
সুদূর পারে একান্তে মোর
ফেনিয়ে ওঠে মনের কোণায় কোণায়
'ইউকে'তে হায় কিসের ব্যথায়
সুদীর্ঘ রাত ক্ষুদ্র নগর—
ঝিমায় বেরী ঝিমায়!

বৃদ্ধাবাসে

মাঝে মধ্যে মনে হয় এই বৃদ্ধাবাসে
জীবনের অন্ত বেলায়

শ্রান্ত শিথিল অবচেতনায়
আকাশের করুণ শুভ্রতা নেমে আসে
রৌদ্র স্নাত উজ্জ্বল দিনমান
নয়নে যেন গোধূলির ছায়া ভাসে
অবাধ অশ্রু শুধু আঁখির অলস তটে
ঝরে নির্ঝর অনুরাগে
ধীরে ধীরে জীর্ণ শীর্ণ জরা দেহে
কম্পন মৃদু জাগে।
মাঝে মধ্যে মনে হয়
ভালবাসার নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপে
আবদ্ধ আকুল দিনগুলি
বুকের পাঁজরে সৃষ্টি করে
মর্মান্তিক গুরু চাপ।
দুটি কান পেতে শুনি
বাহিরে ক্ষীণ উন্মাদ ধ্বনি
অগণন নবীন প্রজন্মের মনে আজ
বুঝি ব্যর্থতার নিদারুণ পরিতাপ।

নাই কি আর ভিন্ন ধারা?

আজ তিনশত বছরের কলকাতায়
উদ্দীপ্ত আলোক ঝরণায়
শারদোৎসবে আস্তৃবিত চাঁদোয়ার নীচে
ক্রমশ কুণ্ডলিত হয়ে দাঁড়াই
উত্তাল ঘন জনসমুদ্রের মাঝে
যতটুকু স্থান পাই

ছেয়ে আছে প্রতিভার অসীম সৃজনী
দেখি, অগণিত মানবের শিল্প কাজে
ছেয়ে আছে উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্ত জনতা
একই ধ্যানে সুমধুর ঐকতানে মেতে
আত্ম বিহ্বল আমি দুর্গা মায়ের প্রতীকে
নিরুত্তর ত্রিনয়নে নয়ন মিলাই
পরিশ্রান্ত দিনান্তে এসে !
কিন্তু এই একত্বের প্রবল বন্ধন মণ্ডপ ছাড়িয়ে
ভেঙে চুরমার হয়ে যায় অদূর বাহিরে
ঝলসানি আলো থেকে ধূসর অন্ধকারে
নেমে আসে কত নিঃস্ব নিসঙ্গ নাগরিক !
নেমে আসে পূজার ক্ষণিক সমারোহে
অর্থহীন হিসাবের স্তূপ !
আর ভেসে ওঠে সমুখের শূন্য করুণ
—দিনগুলি !
বিশাল অন্তরীক্ষ তলে ধরণীর বুকে
ফিরে আসুক এক ঈশ্বরত্ব !
আসুক ধর্মের সত্য ঔচিত্য
হায় দিকে দিকে একী জাতীয় আড়ম্বর !
উৎসবে এত অবচয়ী জাঁকালো বিলাপ ছাড়া
নব বিজ্ঞানের অগ্রযুগে
নাই কি আর ভিন্ন ধারা ??

নিরাসক্ত ঊর্ধ্বোন্মুখ উটের সারি

চলেছি না জানি কোন সন্ধানে
কখনো গুজরাত কচ্ছ রণে
বিস্তীর্ণ জলাভূমি পার হয়ে
কচ্ছ উপসাগর উপকূল সন্নিকটে
দেখেছি ভক্তির মহান মন্দির 'ভেট দ্বারকা'

দেখেছি বার বার—কাঠিয়াবার 'সোমনাথ',
সুদূর বিশিষ্ট 'দ্বারকা' আরব সাগর তীরে—
অবুঝ অশ্রুনীরে !
রাজস্থানে সীমান্ত জুড়ে দু চোখে ভেসেছে
উদায় আরাবল্লী বেষ্টিত পবিত্র 'পুষ্কর হ্রদ'
কখনও বশিষ্ট মুনির আবু পর্বত
শ্যামল সুরম্য পথ
আজমিঢ়ে মৈনুদ্দীন চিস্তীর দরগায় গিয়ে
মাথায় খাদিম বাবার মাজার চাদর ছুঁয়ে
রণকপুরে অপরূপ জৈন দেউল স্মৃতি
গেঁথেছি হৃদয়ে !
কত যে শিল্প শত শত তীর্থ কত
তবুতো দ্বন্দ্ব এত !
সবার উপরে যার বিশাল অন্তরখানি
তাঁর শুধু একটি অর্থ জানি
করো আত্মসংযম
কেন যে মানে না মন, মনে হয় ব্যর্থ ভ্রমণ !
সেদিন স্বর্ণমন্দিরে একান্ত মনে জাগে
স্বতীর্থ তিরুপতি বাবরি রাম
সব এক হয়ে যাক
এক হয়ে যাক কাশী বিশ্বনাথ
সেন্ট পলস্ ক্যাথেড্রাল
কখনও বলি, বিভিন্ন ধর্ম যেন
ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্ণৌ এ ভুলভুলাইয়ার গলি
ছুটে চলি শেষে 'থরমরু' প্রান্তরে
যেখানে দুর্গম অনিত্য বালু পর্বত
নব নব অরুণোদয় !
দিনান্তে রাঙা ধূসর কিরণে-কোমল তমিস্রায়
অভয়, অক্লান্ত সচেতন নিরাসক্ত
ঊর্ধ্বোমুখ উটের সারি

চক্ষু ধ্যানমগ্ন! তেজোদীপ্ত একী!
এই তো আত্মদর্শন! পেয়েছি অতুল অন্বেষণ
প্রকৃত সাধন সিদ্ধি।
পৃথিবীর মহৎ জনের স্মরণে আজ
বিধাতার চরণে জানাই কোটি কোটি প্রণতি
ভাবি, সম্মুখে ভঙ্গুর উন্মত্ত জগতের দিকে চেয়ে
যদি এই একনিষ্ঠ উটের সারির মতই এগিয়ে যাই।
নব বসন্তে চাই এমন—
পরস্পর প্রকৃষ্ট প্রেমের অনুধাবন!

কালবৈশাখী ঝড়ে

কালবৈশাখী ঝড়ে কণ্ঠে ছিল
রবীন্দ্রগীতির সুর—
একী ছবি আজ নব দিগন্তে
ক্ষণিক দেখি দূর!
স্তরমেঘের আলে, অগভীর নীলে
অভ্রভেদী অর্ক বুঝি উদ্ভাসিত
যেন সেই রবীন্দ্রনাথ জাগে!
শুভ্র কেশের ভারে, আঁধার কূলে
চির জ্যোতির্ময় অরুণ অনুরাগে
আচম্বিক বজ্র নিনাদে শূন্য ওঠে কেঁপে
বিমর্ষ বিধুর বৃষ্টি নামে ব্যেপে
রবিকর আর যায় না কিছুই দেখা
হৃদয় তটে গানের আখর রইল নীরব লেখা
আজ পঁচিশে বৈশাখ
খর নিদাঘ ভোরের বেলায়
নয়নে স্বপন দেখেছি যাঁরে
ঝঞ্ঝা দাপটে নির্ঝর প্রাণে
ফিরে এসো হে রুদ্র কবি—

এসো একবার—! এই শুভ জন্মদিনে
তোমার ঊর্মিমুখর কাব্য সাগর পারে !

কলকাতার নববর্ষ—চোদ্দশত সাল

খুব সন্তর্পণে পা ফেলে এসো
চোদ্দ শতাব্দে কলকাতার নববর্ষ !
চেয়ে দেখো ! কত বোমকাটা
বিষম ক্ষত দাগ
বোবাজার ঘিরে ব্যথাতুর মৃত্যুর যাতনা
মহানগর ছেয়ে কিছু অবাধ্য মানুষের দেহে
নতুন রোগের বেদনা
দুকান দিয়ে শোন, ওগো এক আকাশ
—আশা অনুরাগ
আঁধার ঘোচাবে বলে যে দীপ এনেছ জ্বেলে
কালক্রমে ঝড়ে দিও না আর দিও না ফেলে !
ধর্ম জাতি নিয়ে একী অনর্থক জিহাদ
মুম্বাই শহর থেকে ভেসে এল—
বিদ্যুৎ বিদীর্ণ আর্তনাদ
শিয়ালদহে অজানা বোমার বিস্ফোরণ
অকস্মাৎ 'বিশ্বমোহিনী' জাহাজ জলমগ্ন অচেতন !
কলকাতা জুড়ে কী ভীষণ অবক্ষয় অঘটন
কিন্তু কেন ? এই নৃশংস বলতো !
তুমি জান কি ? তিন শতাব্দের কলকাতা ?
আমরা একই মাটির নাগরিক
হোক যত যার অপরাধ—
অগণিত ইটের অট্টালিকা ঢাকা-ছেঁড়া ছেঁড়া মহাকাশ
যেখানে মহাসমুদ্রের মত ফেনিল জনোচ্ছ্বাস !
নিবিড় মমতায় ভুলে
সর্বময় দুশ্চিন্তার বাড়ি ভুলে

তাকে মহত্বের পথে বাঁচাতে পারো কি ?
চোদ্দ শতাব্দে কলকাতার নববর্ষ ??

বিদায় অর্ঘ

শারদ মায়ের পূজায় আবার—
ভাঙিল মিলন মেলা
স্নিগ্ধ শরতে পরাণ কুসুমে
ভরিল অর্ঘ ডালা
স্মৃতি সুধাময় উদিল আবার—
সেই পুরাতন দিনগুলি
সিক্ত হৃদয় মধুর বিহ্বল
সুপ্ত-হৃদয় দল খুলি !
বিধির কুসুমে মিলুক সতত
বিশ্ব জীবন ধারা
হৃদি মালা গাঁথি নিখিল চরণে সঁপিনু !
আত্মহারা !
(শুভ বিজয়ায়)

রবীন্দ্র সত্য

রবিবার তেরশত আঠাশ সাল আঠারই বৈশাখ
বহুমুখী জ্ঞানের দিশারী শ্রীসত্যজিৎ রায়
—এসেছিল মহাবিশ্বে
সাহিত্য সঙ্গীত রেখাঙ্কন পথে
চরিতার্থতার চলচিত্র রথে
আহরণ তাঁর শীর্ষে !
একই আকাশ, সেই সে বিদায়
শুক্রবার, তেরশত নিরানব্বই সাল, দশই বৈশাখ
কী হল আজ রৌদ্র প্রখর ঝলকে

নব বরষের আলোকে !
জগৎ এসে বৃহৎ খণ্ড শেষ হল হায়
দেশের কোলে দশের কোলে
ব্যথা কাতর পলকে !
অশ্রু প্লাবিত শোকার্ত স্বজন
বিনিদ্র আঁধার গহনে
অবোধ সত্য ঘোর বিচেতনে
হারালো অকাল দহনে !
হোক অম্লান অক্ষর দীপ
পদক মালার ডালিতে—
নিসর্গ-শ্রী জীবনমর্মে
চিত্রিত চির অপরূপ ছায়া
পৃথিবীর নয়নে নয়নে যাচিতে
শোনো শ্রীমবর ! ফিরে দেখো চেয়ে
এই বাংলার আঙিনায়
বারশত আটষট্টি বঙ্গাব্দ পঁচিশে বৈশাখ
নোবল পুরস্কার প্রাপ্ত
এসেছিল অনুত্তম কবি রবীন্দ্রনাথ
আজ দূর দিগন্তে ছাড়িয়ে বাঁধন
দুই অন্তরাত্মার প্রকৃষ্ট মিলন
নাই যার আড় পার—
নীরব কবির কাব্য ধারায়
লক্ষ মাণিক সন্ধ্যাতারায়
ধূসর শূন্য নিশ্চল পারাবারি !

একবার বল্ মা !

শত সহস্র পূজোয় দীপের আলোয় কেন যে হৃদয় রুদ্ধ !
একবার বল্ মা ! কেমন করে ডাকি আর—
কত অবতার এসেছে বারবার—

ধর্মের বিভিন্ন উদ্ভাবনা ছাড়িয়ে
দুটি চরণে তোমার শুধু অশ্রু ঢেলে
এবার হই যেন অনুরক্ত !
তথ্যের উপরে তথ্য যুক্তির উপরে যুক্তি
মাগো ! নির্বোধ ধর্মান্ধের তবুতো নাই মুক্তি !
শিথিল মতান্তরে নিদ্রাহীন নিঠুর দিবসরাত
আজ কোমল হৃদয়ে একী অগ্ন্যুৎপাত !
নিদারুণ বিদগ্ধ দাহন—
হায়রে ! কোথায় সাধন ঐক্য বাঁধন
মহাপ্রেম নিরাসক্তার ?
পথের ধূলায় যাদের ঘর
আছে কি ধর্ম আপন পর ।
দুঃখ বেদনা ঘোচাতে সবার
ওগো ! দাও খুলে সেই আঁখির দুয়ার এসে
বুকের পাঁজরে উঠুক দোলন প্রাণদরদী ভেসে !
বাগ্‌বিতণ্ডা হোক শতদল বিবেক উন্মুখ
পরম প্রেমের বিকশিত হোক ব্রহ্মকমল চিত্ত
মা ! প্রতি ঘরে দাও এমন সাধক অমৃতময় ভক্ত !

শ্রীসত্যজিৎ রায় আবার চিত্র আলোকে

পয়লা ডিসেম্বর উনিশশত অষ্টআশি
আগের দিন প্রচণ্ড ঝড় ছিল

নভেম্বর শেষ, ঝরে রাত্রি হল হারা
ডিসেম্বর এর প্রথম হিমাঙ্ক জাগে
সত্য ! আবার চিত্র আলোকে উত্তাল অনুরাগে
কত দিন পর—বাতাসে আবার—
উড়িল প্রলয় দূর্ণি ঝড়,
ঝিরি ঝিরি তালে মেঘের আড়ালে
নাচিছে উঠন্ত সূর্যবর

যুক্ত সত্য আমেরিকার পরশে
ঘুচিল দেহের ক্লেশ
'গণশত্রু' স্যুটিং এর প্রথম দিবস
অনন্ত উন্মেষ !
সমুদ্র লহরী উথলি পুথলি
ওগো স্বপ্ন বিভাবরী তুমি জাগো !
আকাশে মেঘ নিহ্লাদ ঘনঘোর —
ওগো তারকা ! নিহারিকা ! শূন্যে জাগো !
দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ুক দুরন্ত প্রাণ কাঁদনি
বিশ্ব বীণায় ধ্বনিয়া উঠুক
সত্যের নব রাগিনী !
লক্ষ হাজার আলোক ধারায়
ফুল কুণ্ডলিনী ! তুমি জাগো !
সত্যজিতের ক্যামেরা হতে
গণশত্রুর চিত্র ছায়ায় —
জীবন্ত গণশক্তি ! তুমি জাগো !
স্নিগ্ধ কোমল যবনিকা পথে
গণশত্রুর পরমার্থ —
রুদ্র বীণায় তীব্র নিখাদে
বাজিছে 'রাতুল সত্য'

লাগল মাতন কোন আবেশে

পৌষালী গান নীল আকাশে
লাগল মাতন কোন আবেশে !
নাচল শীতে মস্তি ভরি
কাশ্মিরী আজ 'কাজরী' ধরি
আহোঃ ! পাঞ্জাবেতে এল পরব্ লোহরী
'ভাঙড়া নাচে' শিষ দিয়ে গায় বাজায় তুড়ি
"ওউ উ বল্লে বল্লেঃ ! হোয় হোয় হোয়"

খায় আসল ঘৃতে সরষে শাক
—আর 'মকী রোটী তন্দুরী' !
রাজস্থানে আলপনা দেয়
দিয়াল ভরে, দুয়ার পথে
যা মেয়েরা ঘাঘরা পরে
ওড়না দোলায় 'গড়বা' নাচে
মারাঠাতে 'গুডি পডোওয়া'
কাছা দিয়ে বাঁধল শাড়ী
বিন্দি বড়ো ভরলো কপাল
মুখখানি তার মিষ্টি ভারী
খোঁপায় চওড়া 'গজরা' দিয়ে
'আমটি' রাঁধে চম্পাকলি !
কাঠের আগে বাদাম তেলে
ভাজে ফুলকো পুরণ পুলি !
দক্ষিণে আজ 'পোঙ্গল' পর্ব
হাঁড়ি বাজায় গান করি
বাদাম চিরে নারকেল ভাজায়
মিলিয়ে খাবে গুড় মুরি !
সুন্দরী বৌ হিমাচলে
দুই কাঁধে তার বেণী ঝোলে
পিঠের উপর বাচ্চা নিয়ে
পাহাড় বেয়ে গাইছে দুলে !
মৌসম দেখে উত্তরপ্রদেশ
'মকর সংক্রান্ত্' এর ভরা আবেশ
আলা ভোলা ক্ষেতের ধারে
পাগড়ি বেঁধে বাঁধছে আলী !
লাজবন্তী গাইছে দূরে—
"পবন চালে—পুব্ ওয়ালী !"
বিহারেতে 'খিচ্ড়ী সংক্রান্ত'
ভোজ পুরীতে গাইছে জোরে—

নর্তকী পরে কস্তুরীয়া আজ
বাজায় তালি প্রাণ ভরে !
ওই দেখো ওই মাদল বাজে !
সাঁওতালীরা নতুন সাজে
ধিতান ধিতান নাচের বোলে
লাল জবা ফুল খোঁপায় দোলে
আয় নেচে আয় পরান খুলে—
'সোহরাই গান' গাই
'মাতকো মদে' পাগল মাতন
আহামরি ! আয় মাউল বনে যাই !
আহা ! সোনার বাংলায় চন্দ্রাবতী নাচে !
চন্দ্রহারে, চরণ তালে মন কেড়ে নেয় কাছে !
সাতনরী হার উঠল দুলে, দূর হতে এই শোন
নাচরে বাউল গা, ও তোর একতারা বা-জা !
নদীর জলে ঢেউ খেলে যায় প্রাণ
আজ পৌষ পরবন্ গা-রে মাঝি 'ভাটিয়ালী' গান
আসামেতে উঠল মেতে 'বিহুনাচ'
'বিহুর' উৎসব বিরাট মেলা
আহারে ! আজ 'তন্তুবায়ের বড্ড কাজ !
আজ কিসের স্বপন চোখের কোণে ?
'উড়িয়া' নাচে সমান তালে
আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা জুড়ে
গোকুল পিঠা, পুলি পিঠা
আর ক্ষীর পিঠা খায় নতুন গুড়ে !

পুষ্পাঞ্জলী

আজি এ লগনে তোমারে স্মরি
বর্ষ পরিক্রমা পূর্ণ করি
সঁপিতে আবার পুষ্পাঞ্জলি
মাগো ! পেয়েছি অবসর
শ্রদ্ধা ভারে আনত নয়ন
বিবেকের দীপে উজ্জ্বল চেতন
জানাবো হৃদয় মর্মবেদন
ফুল চন্দন ভরি কর
মানব জনম সর্ব উচ্চ
এ হৃদয় সতত স্বচ্ছ
বাসনা কামনা মৃন্ময় তুচ্ছ
সত্যের জয় গাহি
তোমার করুণা এমনি ভরি—
সিঞ্চন করি শান্তি বারি
অভয় চরণ পূজিব তোমারি
নিত্য ভাবনা কহিব
মূল্য-বিহীন অধমের পরে
মদ মোহময় এ সংসারে
অভয় মুরতি বিরাজে তোমার
বিভাবসু সম জ্যোতির্ময়ী
ক্লান্ত বীণা ছিন্ন তার
ভগ্ন দেহ জীর্ণ ভার
ললিত চরণে সমর্পিনু মাগো
পতিত পাবনী জগন্ময়ী !

শীতের ছুটি নতুন দিনে

শীতের ছুটি নতুন দিনে
থাকব নাকি রাঁধার নতুন ছক—
খেতে খেতে স্বাদ আবেশে বাড়ুক আরো শখ
মিছে আর করব না বকবক
পোস্ত বাটা কাঁচা তেঁতুল, মিষ্টি বেশী দিয়ে
কেমন হবে ইলিশ মাছের টক।
তার সাথে খাই সকাল সকাল খাস্তা গরম কচুরি-
টক দইয়ে দাও ফেঁটিয়ে নারকেল আদা রাই
তাতে পাতলা মাছের টুকরো গুলি
দুই ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখ ভাই
গাঢ় ব্যাটার প্রলেপ দিয়ে
পুঁইয়ের পাতায় জড়িয়ে তাও
নতুন স্বাদের ভেটকি মাছের ফ্রাই!
ভর দুপুরে তার সাথে খাও
দালিয়া দিয়ে ভাজা মুগের খিচুড়ি!
চায়ের সঙ্গে আর কিছু নয়
টাটকা আপেল স্লাইস্
তার উপরে রাবড়ি ঢালো
'ওঃ উয়িন্টার হাউ নাইস্'!
রাতের খাবার নুডলস্ পোলাও
কমলা রসে রাঁধি—
শেষের পাতে জ্যাম্ দিয়ে ক্ষীর!
আয়রে সবাই— প্রাণটা ঘিরে
এক গামছায় বাঁধি!

এসো নির্মল নববর্ষ

এসো নির্মল নববর্ষ
এসো প্রেম অমৃত উৎস হতে
কলিকাতা মায়ের পাশে সচকিত
আর একটি শিশু 'বিধান নগর'
জানায় স্বাগত !
মায়ের অর্ঘ ডালি রক্তে গিয়াছে ভেসে
না জানি কোন দেশে
ভারতের উত্তরে দেবী রণচণ্ডী
আজও উদ্ধত !
তাঁর কনীনিকা ! কুহেলিকা ভরি
দিশেহারা পররাষ্ট্র দুরাত্মীর পথে
সেদিন — ; উত্তক্ত শ্রীলঙ্কা
মহাসাগরে বাজালো ডঙ্কা
উত্তর বিহারে, দার্জিলিঙে স্বল বিস্ফোরণ
পূরবে প্রলয়ের আর্তনাদ
সোনার বাংলায় এপার ওপার —
চারিদিকে হাহাকার —
দেশ হতে দেশান্তরে
কত সূত্র ধরে
ক — ত ! মর্মান্তিক বিমান পাত !
হেথায় হোথায় প্লাবনে উন্মত্ত নদী নালা
অকাল, মহাকাল, মরনের পালা
একে একে করিল উত্তরণ
ভূকম্পে ধূলিসাৎ সুদূর আর্মেনিয়ায়
অসহায় জননীর শেষ সম্পদ
'একটি কোমল শিশু' মুছে দেয় মায়ের
— নিদ্রাহীন নয়নের বারি !
আজ বুঝি তাঁর অপলক স্নেহের দোলায়
বিস্মৃতির রাত ! হল অবসান

মিলনের দিনে—
অম্লান কুসুম কলি আবার ফুটিল বনে
অশ্রুপ্লুত আঁখি যায় দূর দূরান্তরে
এসো প্রাণবন্ত চিরন্তন নববর্ষ
পৃথিবীর প্রেয়সী রূপে
প্রতিবেশীর আকাঙ্ক্ষা জাগাও চুপে চুপে
মুক্তি শঙ্খ বাজাও দিগন্তে
হোক উদ্ভাসিত নব বসন্তে
শূন্যে দুই হাত মুক্ত করি
অন্তর জুড়ে চেতনা ভরি
কলিকাতা মায়ের পাশে সচকিত
আর একটি শিশু 'বিধান নগর'
জানায় স্বাগত !

একই মন্ত্রে

আজ অগণিত মানুষের ভেদাভেদ জেহাদে
জ্বলে যাচ্ছে প্রকৃত ধর্ম
আজ দুর্নীতির চক্রব্যূহে আক্রান্ত কর্ম
আজ দুর্বৃত্তদের বাদ বিবাদে উদ্‌ভ্রান্ত চেতনা
হতাশার ঘোর আঁধার ঠেলে
রক্তিম দেশিহান প্রত্যূষে আজ—
আকীর্ণ বিকীর্ণ অব্যক্ত করুণ বেদনা
দূর দূরান্তে ধূসর মেঘে মেঘে
ছেয়ে আছে নিছক প্রশ্ন আর অনন্ত অজানা
ওগো পরমহংস রামকৃষ্ণদেব—জেগে ওঠো !
অন্তরীক্ষে তোমার অমৃত বাণী
পুনঃ ধ্বনিত হোক
একই মন্ত্রে হোক অভিন্ন প্রাণের যোগ
১৯৯০

ক্ষণিকের প্রত্যয়

ওই এল অরুণ অতুক্ত তমোহর
আকীর্ণ বিকীর্ণ ঊর্ধ্বাজ নব !
আনন্দ হিল্লোল বেজে
কি যেন কী উদ্ভব !
ব্যস্ত ত্রস্ত তাই নগ্ন ক্রন্দসী বুঝি
হারালো ক্রমে রাতের নিবিড় আবরণখানি
নিষণ্ণ ধরিত্রী চকিতে খতমত !
ছেঁড়া ছেঁড়া উড়ন্ত মেঘে
বাতাসে ভাবনা এল যত
মুঠো মুঠো রঙের খেলা দূরদূরাঙ্গনে
উজ্জ্বল উন্মাদ ভাস বিধৃত চুম্বনে
স্বপ্ন বিহ্বল রাঙা আড়ম্বর
ছেয়ে যায় দিশে দিশে,
পূর্ব দিগন্তে মিশে
স্নিগ্ধ সিক্ত পরাগে
প্রাতের মিলন সোহাগে
গুঞ্জে গুঞ্জে অলি আসে
প্রাণের একী উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস !
তারপর ?
আসন্ন রৌদ্র সন্ত্রাসে
বেজে ওঠে কালচক্র ধ্বনি !
অলীক প্রকৃতি হাসে ইন্দ্রজাল বুনি !
অঙ্কাংশ দ্রাঘিমার কোণে কোণে
প্রতিটি নিঠুর পলক গুণি
আর নয় নয় এই রূপময় অনিমেষ আস্বাদ
ক্ষণকাল পরে হায় হয়ে যাবে নাশ
সৃজনের লীলা বুঝি নিছক পরিহাস !

ফানুস

নীল আকাশে ঢেউ দিয়ে ওই
ফানুস উড়ে যায়
ক্রন্দসীয় রূপের ছটায়
আহা মরি ! বিমান পুতুল
হৃদয় জুড়ে চায় !
বাতাস ভরি আকাশ তরী
পুড়ে পাড়ি দিয়ে
অনিমেষে—
ধরার টানে আছড়ে পড়ে ধুঁয়ে
আত্ম দিল উজাড় করে ঢেলে
ভালবেসে !
চেয়ে দেখো তার ছিন্ন বদন
কঙ্কালসার ধড়
প্রকৃতির যেন জীবন মরণ
নিঠুর চরাচর !

শুভ বিজয়া

সেদিন অন্তরীক্ষ ফেটে—
ঝর ঝর করে কেঁদে উঠেছিল ক্রন্দসী
দুঃসমার বাগ্‌বিতণ্ডা বিড়ম্বনায় শুধু—
তুমি আর আমি কাঁদতে পারিনি !
দিগন্ত বিসারী ঝড়ের দাপট ছিল বাতাসে
জানি সে দাপট বুকেও আঘাত দিয়েছিল
উন্মত্ত হৃদয় তখন বোঝেনি !
মেঘে মেঘে ধূসর রাঙা অপরাহ্ণ—
ক্ষণিক নেমে এসেছিল কম্র বিষাদিত নয়নে
চোখ মেলে দেখি, তুমি দূর ত্বরণী চরণে !

লুটায় ঝড়ে জীর্ণ আচলখানি,
শ্রান্ত শৌর্য্যে অতুল তন্বী
নিঠুর আবিশ্ব ছাড়িয়ে, সত্যি !
গৃহে কোনদিন চেয়ে দেখিনি !
জীবন যেন ভুলের যাতনা তার—
তবুতো প্রেম অনশ্বর অপার !
প্রবল অনুভূতি ছিল প্রাণে
দেখা হবে এবার বিজয়া সম্মেলনে

কাদ একী আহা ! আজ শুভ বিজয়া !

গোধূলি মিলন

শূন্যে তড়িৎ রুষ্ট কেঁপে কেঁপে
তাই কি করুণ বৃষ্টি নামে ঝোপে !
শহরতলির হর্ম্য ছেয়ে হিমেল বাতাস—
সমুখ এল বেয়ে
নিষ্প্রভ চোখে তেজস্বী উপনেত্র বেয়ে
জানালো উন্মনা রূপালী কেশ
সব জ্যোৎস্না হল শেষ !
আমি হারা ! অপারগ নিখিলেশ !
অশীতিপর বুক !
বাতায়ন হতে বহুতল নীচে যায় না যে আর দেখা
কে যেন তবু অতি চেনা চেনা—
শিথিল প্রবীণা স্নিগ্ধ !
ভিজিল বসন অঝোর নয়ন
উর্দ্ধে বদন করি
কাঁপে থরথর পদের উপর
মাটিতে লুটায় ছড়ি !
এই তো সেই লতিকা !

জীবনের প্রথম প্রেরণা প্রেমিকা
খুঁজি ফিরি যাকে পলকে পলকে
আঁধার আলোকে দূর স্বর্লোক ছাড়িয়ে—
এতদিন পরে নির্মম বক্ষে
দুয়ার চিনে এসেছ কি ফিরে লতিকা ?
আজ শুধু তুমি আর আমি
ওগো বিদূষিকা !
আর সবকিছু গেছে হারিয়ে !

পঁচিশে ডিসেম্বর

র—ক্ত ! ছেঁড়া ছেঁড়া মন !
আজও ছেঁড়ে মন
মনে পড়ে, করেছি কত অন্যায়—
কত নির্মম অবিচার,
জীবনের ইতিহাসে বারবার,
আপনারে শুধু ভুলি !
কত লজ্জা ! ঢেকেছে মাথায়,
নিরুত্তর আকাশের গায়,
আত্মঘাতী পৃথিবীর,
রক্তিম ঝোড়ো ধূলি !
আমি ! আমার পিতৃদেবতাকে মেরেছি
তাঁর উচ্ছলিত জীবন্ত দেহখানি
কণ্টকে উপর্যুপরি বিদ্ধ করেছি !
তাঁর উদ্ভাবনীয় অমূল্য অন্তরখানি
দিয়েছি শূলে !
সেই হৃদয় উদ্দীপ্ত, যুগে যুগে উদ্ভিন্ন হোক
চিরায়ত হোক অশ্রুজলে—
হে অনন্ত গীর্বাণ তুমি ! দুহাত প্রণামী

অঝোর নয়নের বারি দিয়েছ ঢালি
তোমার অসীম ক্ষমার করুণা ধারায়
বিশ্ব সাগর উঠেছে দুলি !

●　　　　●　　　　●

শীতের শিহরণে জাগি চমকে দেখি !
নিদ্রাহীন হিম বৃক্ষ শাখায়
নব পুষ্প বৃন্তখানি !
প্রেমের মহিমা অনন্ত অমর—
আকাশে উদ্ভাসিত নব ভাস্বর !
আজ বিশুর অবতীর্ণের শুভ তিথি
দিগ দিগন্তে পঁচিশে ডিসেম্বর ।

বরাত

বড় রাস্তার পাশ দিয়ে
বেঁকে গেছে করুণ সংকীর্ণ গলি,
বরাতকে ডেকে বলি
একটু পথ দেখাবেন ?
আমি যথোচিত শিক্ষায় অজ্ঞ
কোথায় যাবেন ?
চাকরির সন্ধানে
ওই গলি দিয়ে চলে যান—
ওদিকেই যেতে হবে ?
তাছাড়া তো আপনার উপায় নাই !
সুপারিশের প্রয়োজন হবে কি ?
আমার নাম নেবেন
সঙ্গে একটু আসতে পারেন !
ওপথে এখন যাবার আমার সময় নাই
আজ আমাদের পাড়ায় চোর পুলিশের খেলা !

আজকের দিনটি

১৭ আশ্বিন তবু আকাশটি ভারী বেশ—
অকরুণ তীত ঠেলে পাঞ্জাব মেলে
এবার যাত্রা হল শেষ!
কাশী থেকে কলকাতা ফিরেছি আবার—
দেখেছি ভারতের উত্তরে মুমূর্ষু জনগণ
দেখেছি ছাত্রদের আত্মাহুতি, আত্মবিসর্জন
দিনে দিনে কত নিদারুণ অবিচার!
মিছিলে বার বার যান চলাচল বন্ধ
বিদ্যালয়ে ছেয়ে যায় অ্যান্টিরিজারভেশন দ্বন্দ্ব!
এখনও পারিনি নিতে একটুকু স্বস্তির শ্বাস
হাওড়া পার হয়ে চলেছি একাকী
বিধান নগর মহাবীর বিকাশ
দীর্ঘ পথ, জলে খানা খন্দ ভরা বন্ধ্যা লীন
আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দ্বিতীয় দিন
দিকে দিকে দুর্গোৎসবের এই অবসান
ঢাক ঢোল সব বাদ্য গেছে দূরে—
মেঘে মেঘে অন্তরীক্ষ ঢাকে জুড়ে
দুটি নয়ন ভিজিয়ে তোলে
ছিন্ন নীরব নিরাভরণ সিক্ত সান্নিধ্যখানা
বহুদিনের উগ্র বেদন
হৃদয় ঘিরে হঠাৎ দিল হানা
বৃষ্টি ধারায় ওই ধোঁয়াশায়
অলস কাজল আঁখির তটে—
কেন ভাবনা ভাসায় নানা?

১৯৯১

হারানো প্রেম

সবুজ পাখীর ইশারাতে
চলে এলাম আহা ভুল করে
নতুন কোঠায় বেঁধেছিলাম
ঘুলঘুলিতে বাসা
ভুল বুঝি মোর ছিল সাথে
প্রাণের চেয়ে খাসা !
ভোরের রাতে যখন তারে
ঝাপটা মেরে পাখ্‌না নেড়ে
চিপ্‌ চিপ্‌ চিপ্‌ চাপা স্বরে ডাক দিতাম
চোখ পিট্‌-পিট্‌-মুখ তুলে
শিষ দিয়ে ওই দূর আকাশে উড়ে যেতাম !
অথই নীলে !
সবুজ পাখীর ইশারাতে চলে এলাম—,
আহা ভুল করে !

মধুর হাসি

আমার চোখে ফেলতে নয়ন
হেসে লজ্জা কেন পাও !
কিসের এত চঞ্চলতা
পালিয়ে কোথায় যাও ?
ছড়িয়ে নতুন চিন্তাধারা
ভাঙো যত লজ্জা বেড়া !
হাসির মাঝেই দেখো
হাসির স্রষ্টাকে !
ছেলেমেয়ের ওই হাসাহাসি
হয় জানি ভালবাসাবাসি
সবই তবু নিচ্ছ কেন একই করে— ?

আদর করে যতটি করো
যখন যেমন তেমন গড়ো
শ্রদ্ধা দিয়ে বুঝতে শেখো
স্নেহ ঢেলে চিনতে শেখো
সবই সহজ সবই সরল মিছে পাচ্ছ কেন ভয় ?
পারবে না কেউ পথের মাঝে
কোনো বাধা দিতে তোমার কাজে
ওই মধুর হাসি
ঠিক করবে সকল জয় !

জীবনের গাড়ি

জীবনের গাড়ি ছোটে ধড় ধড় ধড়—
ভাবি আর দেখে যাই পর পর পর !
মেঘে মেঘে কত ভাব তবু গর্জায়
প্রতিঘাতে বিদ্যুৎ কেঁপে চমকায়
দুনয়ন ভরে ওঠে প্রকৃতির রূপ
অন্তরে তোলপাড়, ভাবা নিশ্চুপ !
উদ্ধত সাগরে বুঝি নাই আড়পার—
দুখেরে তল ঘেঁষে একী একাকার !
সংসার ভালবাসা শুধু মাথাভার —
আদরের নীরে প্রাণ তবু আছে তাঁর
নব নব বসন্ত দেখি যতবার—
ক্ষণিক স্বপন যেন নাই কিছু আর !
নিঠুর যাতনা খোলে মৃত্যুর দ্বার—
সেই তো পরম প্রিয়
জীবাত্মার সার !
জীবনের গাড়ি ছোটে ধড় ধড় ধড়—
ভাবি আর দেখে যাই পর পর পর !

আজব পথিক

মুখ চলে বরাবর চোখ তৎপর—
কাটা ছাঁটা কথা আর ভাষা বরবর
যার পথে হাঁটা কেন হায় বোঝা ভার—
চাহনিতে ফুটপাতে ভরে জনতার
তারপর ক্রসিঙেতে, নেচে ওঠে হাহা হেসে
গাড়ি বাস কোল ঘেঁষে
পাশাপাশি যায় কেঁসে
লতপতে পোশাকেতে একী তার রূপ
চারদিকে হৈহৈ নিয়েযেই চুপ !
যান জট লাল বাতি
পুলিসের হাঁটাহাঁটি
তবু তার বাক্যটি
মধুময় অতি খাঁটি
কি যে চায় কোথা যায়
কিছু দেখা দায়—
ফ্ল্যাগ বাঁধা জিপ শেষে
ধীরে পিছু ধায় !

স্বপ্ন কিসের

দিন রাত ধমনীতে কোষগুলি ভাবনায়
টেরা বেঁকা ঠ্যাং তুলে আছড়ায়
ঢুলু ঢুলু তন্দ্রায় শিয়রের কাছে এসে
স্বপনের জড়িমাতে কামড়ায় !
এই সব কল্প কি গল্পতে লেখা যায় ?
মোতিচুর লাড্ডু আর রসে ভরা পান্তুয়া
নাচে কোন আহ্লাদে গায় সুমধুর—
ঝুপ করে মোতিচুর পান্তুয়ার রসে পড়ে

ভিজে ভিজে কেঁপে কেঁপে ডোবে ভরপুর !
ছুদলের ডাবাডুবি হয় শেষে গোলাগুলি
বগ্‌বগ্‌ চলে গজা, ভেঙে ভেঙে যায়
—দলপাপড়ি খুলি !
সারারাত ওঠে রব—দোকানের মিষ্টিরা
—হাঁকে হুকার—
কারা বুঝি এই কাঁদে, খায় লোভে আবাদে
চারদিকে জট বাঁধে
মুখে মিঠি সোহাগের মহু ফুৎকার !—
উঠে দেখি ভোরবেলা, যায় না যে চোখ ফেলা
গেল গেল সব গেল বিছানায়—
ঘরখানা পিপড়েতে একাকার !
গত রাতে শুয়েছি যে হাতে নিয়ে মিষ্টি
তারই ফলে হায় হায় একী অনাসৃষ্টি !

বানাও সিঙাড়া খাও গরম !

সিঙাড়া গরম সিঙাড়া
সিঙাড়া ত্রিকোণ সিঙাড়া !
কুচো ফুলকপি আলু চাটকা মটর—
তেলে পাঁচফোড়নেতে ভাজো ঝর ঝর
আদা কুচি দাও মেলে ভাজা মসলায়
বাদামের কুচি দিলে আরো ভালো হয়
কিছু কথা বলি শেষে উপকরণে
এক কিলো পুর হলে মোট ওজনে
ফুলকপির ভাগ হবে একটু বেশী
গরম মসলা হয় যেন মিহি পিষি
এই বার এক সাথে মাখো ঝুর ঝুর—
এই হল পুর—স্বাদে ভরপুর !

আমিষ করো যদি এই মসলায়
খেতে খেতে ডুবে যাবে স্বপ্ন নেশায় !
সিঙাড়ার ময়দাতে নুন চিনি দাও
এক কিলোয় আধা কাপ দুধ ঢেলে দাও—
ঘি ঢালো অনুপাতে এক-এর চার
জল দিয়ে ঠেসে যাখো বার বার বার—
ডিমের আকারে বেলো মোটা বড়ো লুচি
দুই ভাগ করে তাকে কাটো মাঝামাঝি
এক ভাগে পোরো পুর, ভাজো তেলে কুরকুর !
একটু খুলে ফাঁদ দাও ঢেলে সস্‌
খেয়ে দেখো চেয়ে দেখো রূপে টসটস্‌ !
সিঙাড়া গরম সিঙাড়া
সিঙাড়া ত্রিকোণ সিঙাড়া !

কাশী থেকে কলকাতা যাত্রা

আজকে যাব কলকাতাতে
ট্রেনের ভিতর শুতে শুতে
বেডিং বাঁধি পোঁটলা বাঁধি যত—
ছোট্ট পিসি ভাজছে লুচি
মা রাঁধছে মিষ্টি সুজি
আমরা সবাই পরছি মোজা জুতো
করতে দেখা আসছে ভিড়ে
চেনা শোনা বন্ধু ঘিরে
ঠুনঠুনিয়ে রিক্সা এসে জমে
দলে দলে আসছে কুলি
মাথায় চাপায় পোঁটলাগুলি
গাড়ির উপর উঠছে জিনিস ক্রমে
টুনিমানি বন্ধু আমার—
করতে দেখা ডাকছে আবার

দুখের কথা বলছে চোখের জলে
যাচ্ছ তুমি কত দূরে
চিঠি দিও মনে করে
বিশ্বনাথের কাশির কথায়
হরিশচন্দ্রের ত্যাগের ব্যথায়
এমন তীর্থভূমি যেওনা যেন ভুলে !
বাড়ি ছেড়ে, স্বজন ছেড়ে—
গঙ্গার ঘাটে কীর্তন ছেড়ে
আমরা সবাই যাচ্ছি দেশে চলে !
হায়রে এমন বিধির বাঁধন
নিত্য নূতন জীবন সাধন !
১৯৫৫

খুন্তুর লাট্টু ডগা

বাবা বলতেন কচিবুদ্ধি
মা বলতেন খিঙ্গিপনা—
সমবয়স্করা হেসে বলত ন্যাকা !
আমি জানি আমি অতি কাঁচা
একদিন বেজে উঠল শাঁখ উলু উলু ধ্বনি
বর এলো ফৌজি ডাক্তার জবরদস্ত কর্কশ কঠিন
ধরাচূড়ায় বুঝি হাসতেও মানা !
ওমা ! বিয়ের বাসরে দেখি, আহামরি !
সেও তো মেয়েদের কাছে
হাসি মস্করা আর কথার ফুলঝুরি !
আমারই মতো অপরিণত
মনের ভিতরে বুঝি এক মাঠ সবুজ
বাইরেটা হোকনা ধূসর জামাটে
ডাক্তারিতে গুরুগম্ভীর ভারিক্কি নীরস

আসলে ভিতরটা রঙে রসে টইটুম্বুর।
বুঝি সকলেই ছেলেমানুষ!
কৈশোর বেড়ে চলল
ঋতুর লাউ ডগার মতো —
এখানে ওখানে সেখানে
সংসার বেড়াজাল ঘিরে —
বসন্তের শেষে এলো উন্মাদ গ্রীষ্মের উত্তাপ।
শ্রাবণের মেঘে মেঘে — ঘন বর্ষায়
অঝোর নয়নে কত স্মরণীয় ক্ষণ,
ব্রহ্মাণ্ডের মহাকর্ষে বয়ে চলে মন!
শরতের শুভ্র মেঘপুঞ্জের স্পৃহায়
বুকের গ্রন্থিতে নেমে এলো
ভিজে প্রোল্যাক্টিন-এর খেলা
এই তো জীবন মেলা!
গড়ে ওঠে প্রজন্মের সোপান —
হেমন্তের শিহরণে ধীরে ধীরে —
জীর্ণ ক্লিষ্ট চরণে মিলাল সে পথ!
দিনে দিনে আলো হলো ক্ষীণ
শীতের রুপোলী আভায় — জীবনের সীমান্তে
স্বপ্নের মত ভেসে ওঠে সেই ছেলেবেলা
দাপাদাপি হৈ হৈ রৈ রৈ।
অহেতুক সেই অনাবিল উচ্চ হাসি!
ওঁকেও দেখি সেই মুক্ত শিশুর মতোই,
আমারই মতো অপরিণত।
সাদা চুলে ওনারও উজ্জ্বল — নবীন মুখখানি!
সম বয়স্করা আমাকে দেখে আজও —
হেসে বলে ইস কী ন্যাকা!
আমি জানি আমি অতি কাঁচা।

১৯৯৬

দুর্গোৎসব মহাবীর বিকাশ আবাসন

সল্টলেক ১৯৮৮ সাল

মহাপঞ্চমী

মহাবীর বিকাশে
সুদূর আকাশে
বাজিল আবার শাঁখ
মহা পঞ্চমীর
গোধূলি লগনে
ধ্বনিয়া উঠিল ঢাক
আয়রে সবাই আয়রে স্মরি
সবার হৃদয় যুক্ত করি
গাহিব মায়ের ডাক
মুখরিত হোক উৎস সবার—
প্রাণ ঢালি মন করব উজাড়
দেখব পূজার জাঁক !
ওই দেখো মা নতুন সাজে
ভর দিয়েছে ছেলের কাঁধে
হেসে দুলে উঠল বেদীর পর—
দুর্গা মায়ের জয়ধ্বনি
শঙ্খ জাগে কত ধুনি
কণ্ঠে সবার সমান উচ্চস্বর !

মহাষষ্ঠী

আনন্দ মেলায় মহাষষ্ঠীর পর্ব
মায়েরা আনিল সুস্বাদু ভোজ্য অর্ঘ
শিশুরা আসিল বসনে ভূষণে
রচিল শারদ স্বর্গ !

মহাসপ্তমী

মহা সপ্তমীর ভোর হতে ওই
ঘরে ঘরে পড়ে সাড়া
পুরোহিত বুঝি মন্ত্র পুঁথিতে
আপন আত্মহারা
মহাবীর বিকাশে উঠেছে বাঁকিয়া
দিকে দিকে কত সিঁড়ি
উপরে বিশাল ডেকের বাহার
চারিদিক গেছে ঘিরি
সারি সারি আসে তরুণী মেয়েরা
মায়েরা তাদের সাথে
সিঁড়িতে সিঁড়িতে সরস্বতী ফুল
বুঝি বর্ষিয়া ঝরিল পথে !
আসিল শম্পা চৈতালী আর—
ইন্দ্রাণী শ্যামলী দিদি
শুধিল লোপা বসিব কোথা
দেখিব পূজার বিধি
শিক্ষা দিদি হাসিল হঠাৎ
মায়ের বেদীর 'পরে
ভোরের ক্লান্তি জুড়ালো সবার—
ক্ষণিক আবেগ ভরে !
অর্চনাদি মাইকটি ধরে
সুদূর পানে চেয়ে
কার্যসূচী গেলেন পড়ে
সবাই এলো ধেয়ে
পুষ্পাঞ্জলির সময় হলো
ছেলে মেয়েরা জড়ো
যুক্ত করে মন্ত্র বলো
ফুলে চরণ ভরো
পূজার ভারে নির্মলচন্দ্র

থাকেন ভীষণ কাজে
পূর্ণেন্দু রায় চন্দ্রাতপে
আলো দেবার রাজ্যে
এলেন দাদা মানব বিনয়
দেবব্রত সহযোগীতায়
অশোক দাদা ঘোষের সাথে
ঘাম যে বেয়ে রৌদ্র মাথায় !

মহাষ্টমী

মহাষ্টমীর দীপ্র আলোকে
তুষ্ট মায়ের সাজ
প্রশান্ত নয়নে কর্মীবৃন্দ
দেখেন সকল কাজ
মহাষ্টমীর বেলায় ধুম
চলল খাবার পালা
আসল ক্রমে মিষ্টি পায়েস
ভিড়ের ঠেলায় ঠেলা !
শিশু নাটক জমছে ভালো
সাজের অঙ্গে ফুটছে আলো
অন্ধকারে সভার মাঝে
মাতৃপদে চাঁদের আলো !

অলীক স্বপ্নাদেশ

আজ যে তোরা কত বড়ো
উড়ে বেড়াস গ্রহ তারায়
পাতাল জলে ঘুরে দেখিস
কত গভীর মহীর হৃদয় !
এখন আমিই তোদের সাথে

নামি উঠি তোদের রথে
আর কি সাজে আমায় নিয়ে
জাঁকজমকে নিছক প্রথায়
রং বেরঙে পুতুল খেলা !
'ছলিস যখন অতি অবুঝ
শারদ ফুলের মাঠে সবুজ
আমার প্রাচীন গন্ধ নিয়ে
সাজিয়ে ছিলি পূজার বেলা !
আয়রে সকল স্নেহের রতন
ছড়িয়ে আছিস বিশ্ব ভুবন
বর্শা খাঁড়া ফেলব ছুঁড়ে
ধরব বুকে দশ ভুজায়
কেন যে করিস ঝগড়াঝাঁটি
দেশ বিদেশের বেড়া আঁটি
পৃথক পৃথক ধর্ম কেন ?
শিথিল মনের ছিন্ন ধারায় !
আয়রে কাছে নাতি পুতি
দেখাব সব পুরানো পুঁথি
আমার মতো স্বর্গ খুঁজি
দেখিস জগৎ কাঞ্চন বুঝি ?
নতুন ছাঁদে বাঁধরে পূজা
উন্নত শির জাগিয়ে সবার—
ওরে ! তোদের নতুন স্বপ্ন কর্মে সাজা !

স্বপনে সন্ধিপূজা

জানি না কখন স্বপ্নে-হারাই
মায়ের কাছে সন্ধি পূজায়
সারাদিনের ক্লান্তি ভরে
উপবাসের মর্মবাধায়

বাজনীগণ ব্যস্ত বোধহয়
চন্দ্রাতপে নাট্যাভিনয়
উজ্জলা মা দশভুজায়
সব আভূষণ মুক্ত করি
নির্ঝর কেশ অঙ্গ বহি
নীর সিক্ত অক্ষি ভরি
দীপ্ত ললাট প্রান্ত 'পরি
ঈষৎ বিন্দু বিন্দু বারি
বীর্যবতী যুবতি একী—
প্রাণবন্ত সৌম্য নারী !
ত্রিলোচনে পলক তুলে
দশভুজায় দুর্গা বলে
কেনরে আমায় পূজিস ঢাকি ?
মাটি আর বালি
রং আর তুলি
আলোর ছটায় ওরে—সবই যে মেকী।

মহানবমীর দশা

মহানবমীর রঙিন পূজা
শিথিল বাঁধন হৃদয় ভাঙা
কোন মরমে আজকে সবাই
দেখছে মায়ের চোখ
তারা ম্লান মুখে হায় মিষ্টি হেসে
করছে পূজায় যোগ
আজ মহানবমীর স্টেজের 'পরে
কেউবা নাচে ভাবের ঘোরে
কেউবা পড়ে প্রেমের ফাঁদে
অভিনয়ের অলীক ছাঁদে
মহাকোলাহল মহানন্দ

নীরব হবে কাল
হৃদয় পাথার উথালপুথাল
মায়া সবার হাল !

মহাদশমী

মহাদশমীর ক্লান্ত চোখে
শ্রান্ত মায়ের রূপ !
সম্মুখেতে আমরা সবাই
দাঁড়িয়ে আছি চুপ !
সিঁদুর খেলার সমারোহে
ধরল গলার স্বর —
চোখের জলে ভুলিয়ে গেলাম
মায়ের চরণ ধর !
ওই দেখনা শুনছে কেমন
শান্ত মা মূর্তি যেমন
বাহির করি দশটি কর !
নামল যখন মাটির 'পর
বলরে এসো আবার এসো
বহু বহু হাজার বার —
প্রতি বছর হয় যেন মা
সবার সেরা পূজার হার !
জড়িয়ে মায়া চল্লে মাগো
গাড়ির উপর চড়ে
এক গঙ্গা জলে ওরা !
পড়বে ঝরে ঝরে ?

শান্তিজল

মহাবীর বিকাশ বিকশিত হোক
শান্তিজলে আরো—
সামনে বছর যার আশিষে
দেখ অযুত বড়ো !

শুভ বিজয়া

শুভ বিজয়ায় আয়রে আয়
গলায় গলায় মিলি
মিষ্টি খেয়ে সদলবলে
এবার বাড়ি চলি !

আথর লহরী

আমি আথর	তুমি ভাষ্য
তুমি রোদন	আমি হাস্য
আমি লহরী	তুমি সমুদ্র
তুমি শ্রাবণ	আমি চৈত্র !
আমি জীবন	তুমি প্রকৃতি
তুমি পথিক	আমি স্মৃতি
আমি সুখ	তুমি উৎস
তুমি পূর্ণ	আমি নিঃস্ব !
আমি দুঃখ	তুমি চিন্তন
তুমি অশ্রু	আমি নয়ন
আমি সৃষ্টি	তুমি সৃজন
তুমি আগুন	আমি দহন
আমি আলো	তুমি রবি
তুমি কবি	আমি ছবি
আমি গান	তুমি ছন্দ
তুমি কবিতা	আমি স্পন্দ
আমি সমস্যা	তুমি সমাধান
তুমি ভালোবাসা	আমি শুধু প্রাণ !
আমি ছিন্ন	তুমি বন্ধন
তুমি লেখনী	আমি অঙ্কন
আমি যাতনা	তুমি মর্ম
তুমি করণ	আমি কর্ম
আমি আকাশ	তুমি পৃথিবী
তুমি হিমাদ্রী	আমি জাহ্নবী
আমি গন্ধ	তুমি কন্দ
তুমি ভাবণ	আমি জন্ম !

ভাবনা

আমি যে ভাবনা দেখেছি জীবনে
জানি সে ফেনিল অথৈ সাগর—
প্রতি লহমায় অনন্ত লহরী
বুকে দোলে সেই হৃদয় সাগর !

দৃষ্টি

দৃষ্টি আলোকে চায় রূপের সন্ধান
চায়না সন্নিধি, সে চায় ব্যবধান !

প্রেম

উচ্ছ্বাসে আবেগে হও কভু আরোহ
চঞ্চল যৌবনে নাহি রাখ সমীহ
ভরি ক্লান্তির ও শান্তির
ছন্দে সুগভীর অবরোহ
এ কী বিস্ময় এ কী অপরূপ
প্রেমের সুন্দর সমারোহ !

শারদা মায়ের ডাক

মেঘ কাটা কান্না থেমে গেছে আজ—
ঘন নীলে সাদা দিয়া তুলতুলে সাজ !
 সোনালী আলোয় মেতে
 আকাশের খুশি লোটে
লতায় পাতায় জুড়ে থরে থরে ফুল ফোটে
বাতাস বলে ওঠে এস খুশি খেলা করি
সাগরের উচ্ছ্বাস প্রাণের তরঙ্গে ভরি

শারদা মায়ের ডাকে দূরাদূর একাকার—
সূর্য দিয়েছে ঢেলে সোনার ভাণ্ডার!

মেঘের আকাশ

সপ্তলোক থেকে এলাম বাজারে
ধর্মতলার পথ ধরি
মেঘের আকাশ ব্যাপার বুকে
বৃষ্টি নামায় ঝরঝরি!

ওরে নির্বোধ পাষাণ

ওরে নির্বোধ পাষাণ অচল অটল—
বুঝিসনা হৃদয় কী চঞ্চল
কখনও ছুটে যায় দূর পর্বত শিখরে
কখনও আকাশের মেঘ খণ্ডে
কখনও হারাতে চায় তোর কঠিন বক্ষে
জীবনের প্রতি দণ্ডে!

সাঁঝের প্রদীপ

ক্লান্ত দুপুর পড়ল ঢলে ঢলে
দিগন্তিকায় নিবিড় কোলে কোলে
শ্রান্ত হৃদয় উঠল দুলে দুলে
উতল হাওয়ায় আকাশ কূলে কূলে
ওই এল ওই তারকা দলে দলে
সাঁঝের প্রদীপ উঠল জ্বলে জ্বলে!

পিঁয়াজের ঝাঁজ

জলন্ত উনন রন্ধন সাজ
রান্না ঘরে অজস্র কাজ
তবু উত্যক্ত আমার প্রাণ
হায়রে এ কী পিঁয়াজের ঝাঁজ
কোথায় পরিত্রাণ !

খেয়াল হল বাংলা শিখি

খেয়াল হল বাংলা শিখি
ছোট খাটো পদ্য লিখি
লেখা নিয়ে হাঁকা করে
লম্বা গেলাম ছাপাতে
সাহিত্যের এক বাংলা কাগজ
বিশ্ব জোড়া সংবাদে
পাত্রিসিটির মস্ত বড়ো
স্বনাম ধন্য বিল্ডিঙেতে
সেখানে লেখক কত লম্বা বেঁটে
গোমড়া মুখো চশমা এঁটে
কেউবা আর্টিষ্ট কেউবা কবি ডিগ্‌ডিগে
কেউবা যেন চলেন খাড়া টিকটিকে।
আমার পদ্য দেখেই গর্জে সবাই
গাঁট্টা মারেন বন্ধ দেওয়া দরজাতে
ধাক্কা খেয়ে থ্যাবড়া মুখে !
পদ্য সমেত গড়িয়ে এলাম
সিঁড়ি বেয়ে রাজপথে !

জীবন মরণ

মরণের কথা ভেবে কেটে যায় বেলা
জীবনের প্রতি কেন এত অবহেলা
মৃত্যুর পরে আছে আঁধারের ঠাঁই
জীবন ! শুধু কি পরিহাস ?
ইহকাল পরকাল কোনো যোগ নাই ?

মনের প্রদীপ

দীঘির কোলে রোদ নেমেছে
কলমী শাখে আলো
সবুজ পাতায় ফুলের দোলায়
মনের প্রদীপ জ্বালো !

আকাশ

আকাশ ! তোমার অন্তরে দেখি অনন্ত চিন্তন
নব দিগন্তে তুমি অপরূপ নূতন
আনন্দমুখর দিনে তুমি চিরন্তন
শোকার্ত মৃত্যুর দিনে হায় বহু পুরাতন !

মিঠি বৌমার শুভ জন্মদিন

ভোলা বৌমা মিঠি
পড়ে দেখো চিঠি
তোমার শুভ জন্মদিনে আমাদের অন্তর হতে
অঝোর স্নেহাশিস্ ধারা
নিয়ে এল তোমাদের প্রাণে
দীর্ঘায়ুষ্মতী হও
হও আজন্ম সুখী

জীবন হোক ভালোবাসার গানে
চির সূর্যমুখী !

মূরতী

কী মায়াবিনী মাগো পাষাণরূপিণী
কেবলই ভুলাস নিত্য রূপে
দেখিতে দেখিতে প্রাণের যাতনা
হয় অবসান চুপে চুপে !

স্নেহাশিস

তোমার স্নেহাশিস
ভরেছে জীবন ডালা
দিয়েছ যে মর্মবাণী
গেঁথেছি হৃদয় মালা।

শুভেচ্ছা

শুভেচ্ছা হৃদয় প্রসারী
ছড়ালো উৎস ধারা
সকল গহন পথে
সদাই দিয়েছে সাড়া।

অভ্রনীল

ওগো অভ্রনীল স্নায়ু নীল
শ্যামল গাছের লতায় পাতায়
এতদিন তুমি আড়াল ছিলে।
কোন ভাবনায় ঝরা পাতায়
ভরা বসন্তে দেখা দিলে ?

একটুখানি ঘুরছি লনে

একটুখানি ঘুরছি লনে
সারাদিন ছুটি আজ
রান্না ঘরে গিন্নী আমার
ভাজছে বসে ট্যাংরা মাছ
বং সামান্ন খবর কিছু
পড়ছি কাগজ হাতে রেখে
চোখ কপালে ঠিকরে ওঠে
বিজ্ঞাপনের ছবি দেখে !
লাস্যময়ী তন্বী সে এক
নিরাবরণ দাঁড়িয়ে হায়
লেখার কতক হরফ দিয়ে
লজ্জা কিছু ঢাকতে চায় !
পাশের লনে মিসেস বাসু
আমায় দেখে পালায় ওই
পিছন ফিরে মুচকি হাসি
দেখতে আর পারলাম কই !
সিক্ত চুলের বাহার বেশ—
চোখ দুটি তার মন্দ না
চলার সাথেও ছন্দ আছে
নাম বুঝি ওর বন্দনা !
একটু-আধটু সাজে বটে
কথা বলার ভঙ্গি বেশ
গিন্নীকে আর বলব কত
লেখার কিছু নাইকো লেশ !
রাজনীতির ভাবনা নিয়ে
গেছি কখন হারিয়ে
আয়া এসে অকারণে
হেসে গেল দাঁত বেলিয়ে !

ভাবছি এবার লিখব খরচ
পয়সা কড়ি বিশেষ নাই
হাকল হঠাৎ বাড়িওলা—
বাপো ! কোথায় এবার বস্তি পাই !
একটুখানি খুরছি মনে
সারাদিন ছুটি আজ
রান্না ঘরে গিন্নী আমার
ভাজছে বসে ট্যাংরা মাছ ।

শব্দ ধারা আখর হারা

কবিতা

ক বিতায় 'ক' এর শুধু
একটি কাঁধে হাত
বি ভঙ্গায় বক্র মূর্তি
দেখো দিবারাত
তা ই বুঝি আজ কাব্য ধারায়
ছন্দ ছাড়া ছাঁদ !

গল্প

গ ল্প শোনান দাদামশাই
ল ম্বা লম্বা হাই
প ল্লী পাড়া ঘুমিয়ে পড়ে
রাতের খেয়াল নাই !

প্রবন্ধ

প্র বন্ধের চোখ বন্ধ কেন?
ব ন্ধন বন্ধ দেশ
ন তুন শব্দে রাঙল ভাষা
ধ ন্দায় ধ্যান আবেশ।

ছড়া

ছ ড়া কেটে বৃষ্টি পড়ে
টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর—
ড় এর নীচে বিন্দি পুকুর
আ ল ভরে যায় ঝাপুর ঝুপুর।

নামের ধারা শব্দ হারা

মাদার টেরিসা
(মাগো টেরিসা)

টেরিসা! তুমি তো সেই ঈশা
মাগো! পরিপূর্ণ ভালোবাসা!

শ্রীসত্যজিৎ রায়

চির সত্য 'জিত রয়
সত্য করে সত্যের নির্ণয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সত্যজিতের আনন্দেতে আলো ছায়া নাচে
অস্কার মানের জয়গানে আজ
বিশ্ব মানব যাচে
ও আনন্দ রাকার চাঁদে পূর্ণ হয়ে ভাস
নিশান্তিকায় পূর্ব ছটায়
আসুক প্রাণের রাশ
ওগো মাণিক ভারত রত্ন
শ্রেষ্ঠ তোমার চলচ্চিত্র পথ—
তুমি ছন্দে আকুল সুরের ধারায়,
ভাষার ছড়ায়, চিত্র কলায়—,
আজ বিহ্বল পদক মালায়
সবার মনোরথ।

আশাপূর্ণা দেবী

অশ্রু ধারায় হৃদের সাধন,
সুপূর্ণা আশার আকুল দিন,
তোমার চরণ তলে অর্ঘ তাহা
দেবী! তোমার সাক্ষাতে মন
করব লীন!

শঙ্খ ঘোষ
(লেখক কবি)

ঘোষণা করিল শঙ্খ নিনাদ
ভোরের আকাশ 'পরি
দেখো সাগরের ফেনপুঞ্জ লহরী
স্নিগ্ধ নয়ন ভরি!

বুদ্ধদেব গুহ
(লেখক কবি)

গুহার দুয়ারে বুদ্ধদেব—
লেখেন আঁধারে বসি—
অগণিত তারকা বুঝি
আখরে উজ্জ্বল খসি !

সাগরময় ঘোষ
(সম্পাদক 'দেশ')

সাগরময় ছড়িয়ে আছে
অথৈ উর্মি ঘোর—
দেশ সাহিত্যে আনলো দোলন
রাত্রি হল ভোর !

গৌরকিশোর ঘোষ
(লেখক)

গৌর কিশোর চিত্ত
সর্ব গরিমায়
বঙ্গ সাহিত্যে কোমল ধারায়
বর্ণিতেছে মহিমায় !

অরুণ বাগচী
(জার্নালিস্ট, লেখক)

অরুণ উদয় পুব আকাশে
রঙিন মেঘে পুঞ্জ ভাসে
বাগ বাগিচায় ফুলের দোলায়
ভাবনা এল কোন সুবাসে ?

অমর্ত্য সেন

(বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌)

মর্ত্য থেকে অমর্ত্য ? সে তো অনেক দূরে !

সমগ্র পৃথিবীর বিশাল অঙ্ক জুড়ে

পেয়েছ কি কোনোদিন সেই পথ খুঁজে ?

আপনারই অন্তরে আছে দেখ চেয়ে

হৃদয়ের প্রাণ ধরে এক চিরন্তনী মেয়ে

সেই প্রেমের নিশান বায় যুগে যুগে !

অন্নদাশংকর রায় লীলা রায়

অন্নপূর্ণা অন্নদার শংকরালয়ে বাস

প্রেমের লীলায় উদ্ভাসিত

মহান অন্তর্হাস।

মৈত্রেয়ী দেবী

বিশাল সাহিত্যালোকে দেবী !

তুমি সুসজ্জিত

দুই বাংলার ঘরে ঘরে

মৈত্রেয়ী কত সুরভিত !

তুষারকান্তি ঘোষ

(সম্পাদক : অমৃতবাজার, যুগান্তর)

তুষার কান্তি শুভ্র পাহাড়

সূর্যোদয়ে লাল একাকার !

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
(লেখক)

সুনীল আকাশে উঠিল রবি
আকুল সাগরে উথলি ছবি !

বিশ্বজিৎ রায়
(অমৃতবাজার পত্রিকা)

বেয়াইমশাই বিশ্ব জুড়ে
যত দূরেই থাকুন
চিংড়ি মাছের ইংলিশ্ ফ্রাই
একটু খেতে আসুন !

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
(লেখক)

আনন্দবাজার পত্রিকায়
নীলার জীবনের অভিযান ভাবনায়
"বাঙালের আমেরিকা দর্শন" পড়ে—
শীর্ষেন্দুকে মনে হয় যেন চূড়ামণি
যাঁর লেখার অসীম অবদানে প্রমাণ গুনি
কত কঠিন সমস্যা আছে বিশ্বের
ঘরে ঘরে—
বুঝি সেই ব্যথাই ছুটে চলে
তাঁর কলমের শীর্ষ ধরে !

জালাল

(কবি, লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোট ভাই)

কে জালাল চাঁদের বাতি
স্নিগ্ধ আকাশ মেলে
পূর্ণ শশী উদ্ভাসিত
ওগো ! যেও না প্রভাত এলে !

নবনীতা দেবসেন

(লেখিকা কবি)

আমরা নবনীতা
রচিব নবগীতা
গাহিব জাগো জাগো মহীর গান
দিকে দিকে যত—
আছে নারী ক্ষত—
উদিবে সুদিনে সবার প্রাণ !

পূর্ণেন্দু পত্রী

(চলচ্চিত্র পরিচালক শিল্পী লেখক কবি)

পূর্ণ ইন্দু পূর্ণ ভাস
দূর দূরান্তে ছায়
পত্রী লতায় স্নিগ্ধ ঝলক
চোখের পলক যায় !

অমিতা সেন

(অমর্ত্য সেনের মা)

অ   ন্তর মানে হৃদয়
মি লন মানে ভালোবাসা
তা ইতো এমন মাসীকে দেখে
জেগে ওঠে প্রাণে আশা !

আনন্দ বাগচী

(লেখক কবি)

এ কী আনন্দ এ কী বিস্ময়

এ কী অপরূপ সৃষ্টি

ভাষার আখরে আঁখির মিলন

জাগায় মনের ফুর্তি !

পবিত্র সরকার

(লেখক)

পবিত্র সরকার ?

ইনি আবার কোথাকার

এ যুগে কোথা তার বাস ?

যাকে বলি মারে ঠাস্ ঠাস্

টেরা বেঁকা হাসে একরাশ !

আকাশে, বাতাসে, প্রাণ যায় বিবশে

এতটুকু পবিত্রর পাই নাতো লেশ !

শুধু শুধু কালো মাথা ছেয়ে আছে

—দেশ ?

তেলে নয়, জলে নয়, দুধ নয়, চিনি নয়

হয় নাতো কলকাতা তবু নয় ছয় !

সাবিক ভালোবাসার নাই অবক্ষয়

এখানেই আছে তাঁর অমৃত লেখা সার

তিনি কানুনগো পার্ক গড়িয়ার,

রবীন্দ্রভারতীর ভাইস্‌চান্সেলর

শ্রীযুক্ত পবিত্র সরকার !

রেখা চক্রবর্তী

(নীরব শিল্পী – চিত্রকলায়)

রেখা চক্রবর্তী নীরব রেখায়
আনলো দোলন চিত্রকলায়
সর্বজয়ী সর্বময়ী
বর্ণে বর্ণে বর্ণজয়ায় !

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

(আজকাল সংবাদপত্র)

১
রুচিরা চাহিল এক পলকে
ভুলিয়ে গেলাম ভাগ্য লোকে !

২
রু দ্র তোমার রূপের আলো
চি র নূতন পথে
রা ত্রি শেষে স্নিগ্ধ বেশে
    এলে বিজয় রথে !

৩
রু টির উপর জাম জেলে খা
চি ড়ের উপর দই
রা গের উপর রাগিণী গা
    ও তোর মনের যে নাই থই !

শংকর

(লেখক)

শংকর শংসন
ধ্বনিতেছে ঝনঝন্
সাহিত্যের আসরেতে
দিকে দিকে ওঠে মেতে !

প্রমোদ বসু
(কবি লেখক)

সূর্যোদয়ে আলোর ছটা
ছড়িয়ে পড়ে ছুঁয়ে—
প্রমোদ কাব্যে উঠল জোয়ার
তরুণ শহর গাঁয়ে !

অমিতাভ চৌধুরী
(লেখক কবি)

অমিতাভ কে যায় না ধরা
সূর্য ছটায় উড়ছে ছড়া ?

বসন্ত চৌধুরী
(চলচ্চিত্রশিল্পী)

শীতের কাঁপন শেষ হল হায়
আবার কিসের নাচ ?
এল বসন্ত ফাগুন চৈত্র
লাফাও সকাল সাঁঝ !

আনন্দশংকর, তনুশ্রীশংকর
(নৃত্যশিল্পী)

জটাশংকর ! তাঁর নৃত্য ভয়ঙ্কর !
দুর্দম তাণ্ডব লীলা
কিন্তু তাঁর হৃদয় মন্দিরে ছিল
গৌরী তনুশ্রীর প্রেমময়ী শিলা
রবির উদয়ে ললিত চরণে

আনন্দ বিতানে জাগে একদিন—
মণ্ডিত সেই তনু চারুশীলা !

রাধানাথ মণ্ডল
(লেখক জার্নালিস্ট)

নহো তুমি রাধানাথ কৃষ্ণকান্ত হরি—
তুমি সাহিত্যে স্বকৃত মণ্ডল নবীনত্বে ভরি !

দেবশ্রী রায়
(চলচ্চিত্রশিল্পী)

দেবশ্রী সেই দেবতার অপরূপ !
বুঝি মহাজাগতিক আলো—
অগণন গ্রহ নক্ষত্রমালায়
মর্ত্যলোক হারায় আপন কালো !

সুধীর মৈত্র
(চিত্রশিল্পী)

অদ্বৈত সুধীর মৈত্র
লেখনীর অসীম রেখায়
চিত্রাঙ্কনে মত্ত নেশায়—
এলো বসন্ত, ফাল্গুন চৈত্র !

গণেশ হালুই
(ভাস্কর্যশিল্পী)

পুরাকালে বুঝি কোনো ভাস্কর…
ভুল করে প্রান্তিক সার্জরী

এক মানুষের দেহে বসালো হায়
হস্তির মুখ প্রাণভরি !
বিধাতা সেই প্রবাদ শুণে
বীমন্ত্র জরল মাথায়
জাগল গণেশ সুনয়নে !

সুশীল রায়চৌধুরী
(সম্পাদক : বিধাননগর সংবাদপত্র)

আমার কাবাকলি ফুটল প্রথম
বিধান নগর সংবাদে
কাগজ খুলেই হেসে গড়াই
আটখানা হই আহ্লাদে
ছুটল চরণ বিতান্ বিতান্
সম্পাদকের দপ্তরে
আরো কিছু কুড়িয়ে নিলাম
লেখা মাথার চক্করে
অটোগ্রাফ ভাবছি নেব
সুশীল মেসোর কাছে
একটু এগোই একটু পেছুই
ভুল যদি হয় পাছে !
সবার আগে ধন্যবাদ লিখতে হবে ভালো
প্রবাসিনী বাংলা লেখে
ঊর্ধ্বে দেখে আলো !

ডাক্তার অজিতকুমার দত্ত

([স্বামী] জিওলজিস্ট — অবসরপ্রাপ্ত)

১

অজিত কুমার দত্ত

নহে মিথ্যা আমার শক্ত
নিজ বাংলার প্রেমে সিক্ত
ওগো বিশ্বিত মহা চিত্ত
সেথা তুমিও সুসজ্জিত
শ্রেষ্ঠতর যত গুণী আছে
প্রতিযোগিতার বিশে
আজ বৈষজ মন্দির মত।

২

অ   ভ্রভেদী চিন্তা যখন
জি   মন্ত্র মেঘে ভাসে—
ত   ম্মরতায় অথই বিবেক
     ধূলিকণে হাসে !

অনীতা

অ   ন্তরীক্ষে
নী   ল আভাস
তা   হারি বক্ষে স্নিগ্ধ বাতাস !

বুদ্ধদেব

বু   দ্ধদেব ছিলেন কত বড় !
দ্ধ   য়া মায়ায় ভরা
দে   রার মাঝে মানব সেবায়
দে   বতারও সেরা
ব   লো শ্রদ্ধায় করজোড়ে

আজ যে তাঁহার জন্মদিন
দুঃখ সবার করব মোচন
মুছব দীনের অশ্রু রোদন
বাসব ভালো অন্তহীন।

সুনীল বসু
(লেখক)

সু দূরিকা পলক তোলে
নী ল আকাশে
ল জ্জা ভরে দুই নয়নে,
না-জানি কি ভালোবেসে

অম্লান দত্ত
(লেখক ইকনমিস্ট)

অ স্তরীক্ষের আলো
ম্লা ন হয়ে এল
ন ব সন্ধ্যা তারা জাগে
দ রাজ ধূসর অনুরাগে
ত মাল বনে অস্তাচলে
হারায় অরুণ অর্ক
ত তমসাচ্ছন্ন দিগন্ত জুড়ে
খুঁজে না পাই তর্ক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

র বি ঠাকুরের জন্মদিনে
রং বেরঙের ঢঙের কবি
বী ণানাদের সাথে
ন গর ঘুরে কাব্যগীতে
ধিনতা তাধিন্ নাচে !
দ্রো ণাচার্য স্বর্গ সভায়
না না মুনির চাউনি দেখে
থ মকে চেয়ে থাকে
ঠা কুর দেবতা
কু র্নিশ দেখে মর্তলোকে আসে
র সের ভাষায় স্বপ্ন ঢেলে
ছন্দ মেখে চাখে !

দেবেশ রায়
(লেখক)

তোমার শুভাশীষ দিও
হে বীরেশ্বর দেবেশ
লহ এই প্রার্থনা মোর
পড়ে আসে দিন !
তবু নতুন আশায়
যেন মূর্ত হইগো বঙ্গ ভাষায় !

ব্রিগেডিয়ার রথীন্দ্রনাথ দত্ত—জয়া দত্ত
(আর্মিতে বিশিষ্ট প্যাথোলজিস্ট, অবসরপ্রাপ্ত)

জীবের অঙ্গ জুড়ে বিচিত্র রক্তের খেলা
যুগে যুগে স্তরে স্তরে সৃষ্টির মেলা

কখনো প্রতিকূল জীবাণুর প্রভাব আসে
প্রকৃত শোণিত হারায় –
দিশাহারা হৃদয় বুঝি
একে একে প্রত্যঙ্গের শক্তি হারায়
জীবাণুযুদ্ধে এস **রথীন্দ্রনাথ** !
রক্তকোষের কর পরিত্রাণ।
ওগো দয়াময়ী সর্বজয়া দেবী।
আর্তদেহে ফিরে দাও মহাপ্রাণ
রক্তের অভাবে মুমূর্ষু মানবের দেহে
আসুক জনতার মহৎ রক্তদান।

বুপসু

(বিপাসা)

বুপসু বুপসু বড নাম **বিপাসা**
নদীটির নাম শুনে লাগে বড় পিপাসা
সেই নদী পাঞ্জাবে
বোম ফাটে ডান বামে
বল তবে কোথা যাই ?
দুবাই এ চলো যাই
সেইখানে **বিপাসা**
আদরিনী মেয়ে
সুশীতল জল নিয়ে
নেচে এলো ধেয়ে।

রূপশ্রী সেন

রূপশ্রী বড় নাম
আদরের পুসি
বড় হাসি খুশি

আহ্লাদে আটখানা
বড়ো বড়ো চোখটানা
কত কথা বলে যায়
মিষ্টি মিষ্টি—
প্রতি কথা ভরে যেন
নব নব সৃষ্টি।

তারাদি

তারা তারা কত তারা
আকাশের গায়—
ঝিলমিলে শোভা তার
কোন ভাবনায়!

ডাক্তার অরিন্দম দত্ত—সোমা দত্ত
(পুত্র এবং পুত্রবধূ)

সোমা মানে ভাস্করিণী
অরিন্দমের পুরস্ত্রী
বীর্যবতী আর বিভাবসু
হিমালয় আর জাহ্নবী।

সুপূর্ণা দত্ত
(অমর্ত্য সেনের বোন)

সুপূর্ণা এসেছিল একদিন
পূর্ণ জেগে উঠেছিল মন
কিন্তু সে কথা বলা কি যায়
কি করে নিয়েছে ভাবি সে
এত আপনজন।

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী
(লেখক)

অলোককৃষ্ণ সুদূর আকাশে
ছিল মেঘে মেঘে কত স্তর—
তারপর ?
অকস্মাৎ বজ্রোৎপাতে
এল এক বিষম ঝড় !

সুভাষ মৈত্র—সুমনা মৈত্র
(বেয়াই বেয়ান)

সুভাষ সুচেতা ওগো সুমনা দেবতা
সবার হৃদয়ে আনো মহানুভবতা !

অগ্নীশ দত্ত
(বড় নাতি—বড় ছেলের প্রথম পুত্র)

অগ্নীশ ! তুমি মহান শক্তি
বুঝি সূর্য ! দিয়েছ জীবন তন্ত্র
সৃষ্টি লীলায়—বিশ্ব ভূময়—
'হৃদয়' তোমারই ! প্রাণের যন্ত্র !

ঋষি দত্ত
(ছোট নাতি—বড় ছেলের ছোট পুত্র)

ঋষি জানে না কোথায় কী
শুধু জানে পরম ধ্যান জ্ঞান—
বাণী ভরে তাঁর হয়েছে গ্রন্থ
মানুষ দেখে সেই মহান অবদান !

অরুণ প্রভাত

(জব্বলপুর)

বাড়ীর নাম 'অরুণ প্রভাত'
থাকেন রমা সেন—বেয়ান
এবং ডাক্তার প্রদ্যোৎকুমার সেন—বেয়াই
তাই নিয়ে লেখা।

অরুণ উদয়

সীমন্তিনী রমা দেবী
উদিল অরুণ প্রভাতে
ভালে প্রদ্যোৎ ললিত চরণ
বিরাজে তোমার অভয় কিরণ
কন্দপীময় শোভাতে।

প্রভাত প্রদ্যোত

প্রদ্যোত দাদা বড্ড সাদা
একটু বেলা হলে
কন্দপীময় আলো ফেলো
ঊর্ধ্বে চলে চলে!

ডাঃ বাপুন

(জামাই)

বা সস্থান জব্বলপুরে—
প ড়া লেখায় মুগ্ধ প্রাণ
উ চ্চে ধরে তথ্য যত
ন বীন ডাক্তার কর্মে রত
উধাও করে রোগের ত্রাণ!

ডাক্তার মধুমিতা সেন

(কন্যা)

ম ধুমিতার বিয়ে হল

ধু ধু মায়ের বাটী—

মি থ্যা হুকুল ভাবনা নিয়ে

বিষম কান্না কাটি

মনের বেদন আঁটি

তা ই তো ভাবি দিনে দিনে,

কোথায় গেল উৎস ভরা,

সবার মনোরথ— !

সে ই সে জীবন !

ন তুন করে দেখব কি আর—

তাদের নিয়ে স্নিগ্ধ সোনার পথ !

অবিনাশ সেন

(নাতি—মেয়ের ছেলে)

অবিনাশের অসীম ভাবনা

সৃষ্টি ঘিরে আছে শুধু মন

অহোনিশ প্রকৃতি ভাঙা গড়া

সে তো শুধু বিধির খেলা !

বিশ্ব গোলক অমর হোক

এই ধ্যান তাঁর অনুক্ষণ !

ডাক্তার বাপু

(বড় পুত্র)

বা ধ্য অতি ডাক্তারিতে

পু রলো দিন সার্জারিতে

যদি কারোর হাড় ভেঙে যায়

বাপু, জুড়তে সে হাড় তাঁর বেগে ধায় !

ডাক্তার অমিতাভ দত্ত

(বড় পুত্র)

অ দ্বিতীয় ছিলে শিশু
মি ত্র হল তাই বিশ্ব
তা মিলনাড়ু পণ্ডিচেরী
—JIPMER-এ
ভ ক্তি ভরে জ্ঞান তুলেছ সেই পারে—
দ য়াময়ী মায়ের কৃপায়
ত ন মন ধন এক করে—
ত রণীর কোলে বাইছ জগৎ
আজ মীনাক্ষী দেবীর হাত ধরে!

মীনাক্ষী দত্ত

(বড় পুত্রবধূ)

মী নাক্ষী চোখে কাজল নাইবা দিলে
না ইবা এলো সূর্য আলোক দিনে
ক্ষী ণ আলো তাও তো গেল
মেঘের অন্ধকারে—
উঠল বাতাস ঘূর্ণি ঝরে
স্নিগ্ধ চপল সজল নয়ন
ওগো বধূ ঠিক তোমায় নেব চিনে!

ডাক্তার টুকুন

(ছোট পুত্র)

টু ক টুক করে চলছে টুকুন
কু ড়ায় হাজার জ্ঞান
ন তুন ডাক্তার এত টুকুন
সদাই করে ধ্যান!

ডাক্তার প্রসাদী পাল

প্র থা ধর্মের মিথ্যা মত
সা ধ্য মত বন্ধ কর
দী ন দুঃখীর কথা ভেবে
সত্যকে আজ উচ্চে ধর !

সুমনা বিশ্বাস — সুজয় বিশ্বাস
(ভগিনীর পুত্রী এবং পুত্র)

সুমনার জয় হোক
পৃথিবীর আসুক সুজয় বারবার —
বিশ্ব গোলকে লেখা আছে তাঁর নাম
জ্ঞানের যাঁর নাই আড়পার !

অম্বরীষ দাস — অভিষেক দাস
(দুই ভ্রাতুষ্পুত্র)

অম্বরীষ-এর অভিষেক
অভিসিক্ত হোক বারবার
সূর্য বংশের শালীনতা
কোরো না ছারখার !

অনুসূয়া দাস
(ভ্রাতৃবধূ)

অনুসূয়া নামটি অতি কোমল
কিন্তু প্রবীরা অনুক্ষণ
জীবনে ঝড় ঝঞ্ঝার দিনে
দিয়ে যায় প্রেম নিদর্শন !

পার্থসারথি দাস

(ভাই)

পার্থকে জানি কৃষ্ণসখা কিরীটী
ঈশ্বর তাঁর সারথি আছে সাথে সাথে
দুর্গম পথে যেখানেই যাই
জানি সুপ্রবীর পরম ভাই !

বীথিকা বোস

(বোন)

বন বীথিকায় ছিল রাকা রাত
আকাশে বাতাসে ছিল কতকথা
পথ শেষে নতুন জীবন ধারা
দেখেছে ভালোবেসে দুকূল তরুলতা !

জয়ন্ত সুশান্ত অচিন্ত প্রশান্ত

(ভাই)

অন্তরে অন্ত যে আর নাই
জয়ন্ত সুশান্ত অচিন্ত এবং প্রশান্ত হৃদয়ে—
সব স্থানে অহোরাত্র পাই চির ঠাঁই
এই আমি ! যে আর আমার মধ্যে নাই
জীবনে কি করে ভাবি ভাই ?

রেণুকা দাস

(বোন)

রেণুকা জানে না সে কী !
ফুলের জীবনের সাথে
অকারণ বাতাসে বিলায় মন
অনুক্ষণ বিবির লীলায় মাতে !

মঞ্জুলিকা বিশ্বাস

(বোন)

সেই মঞ্জুলিকা চিরজ্ঞানের রূপিণী
আজ বুঝি সে অরূপ!
অনন্ত আঁধার, অনন্ত যামিনী।

ভূপেন্দ্রনাথ দাস

(পিতা)

আমাদের পিতা ভূপেন্দ্র বুঝি ভূপের ইন্দ্র
চিরনাথ ধরণীর—
হায়! তিনি আজ আর নাই
নাই সেই সুপ্রবীর কায়া।
তাঁর স্বরূপ! মুছে গেল সব—
চেয়ে আছে নিস্তল আকাশে
মলিন ছায়া!

শান্তিপ্রভা দাস

(মাতা)

সেদিনের আলো একে একে সব নিভে গেল
শেষে, আমাদের ফেলে মাগো।
তুমিও চলে গেলে কত দূর—
যেখানে বাবা আছে, তুমি গেছ তাঁর কাছে
সব বর্ষায়, তাই বুঝি বাজে
তোমার করুণ রাগিণী সুর!
শ্রাবণের মেঘে বিদ্যুৎ পাতে
একী বাতাসে ঝড়ের শোভা!

তোমরা দুজনে পাঠালে কী
এমন অঘোর শান্তিপ্রভা !
ঘরে ঘরে যেন উথাল পুথাল
ওমা ! একটু শমিত হোক—
শুনি যেন বাবার অতল স্নেহে
চির মর্মবাণীর যোগ !

অমিতাভ ঘোষ
(বেয়াইমশাই)

অ সীমা সুদূরিকা
মি আম্বরী
তা মসী গভীর নীলে
ভ রিল তারকা চন্দ্র প্রদীপ
  বিশাল শূন্যে মেলে !
ঘো ষণা করিল মিতালী এবার—
ষ ড়বিধ গীত ছন্দে—
  স্বর্ণ প্রদীপ জ্বালব আবার—
  ওগো বন্ধু ! তুমি দেখবে নিস্পন্দে

মীরা ঘোষ
(বেয়ান)

ম ন যে আর যায় না ধরা—
ঈ শ্বর !
রা ত্রি যে আর যায় না—ঢাকা
  তাবর !

প্রীতি নন্দন

(নন্দনের কন্যা)

প্রীতি স্নেহ ভালোবাসা
রাতের শিশিরে ঝরে সেই আশা
অন্তরে খুঁজি তার বন্ধন
ভেঙে পড়ে দুনয়নে ক্রন্দন
পথ প্রান্তে প্রেমের মত ভিখারি
মূর্তিবৎ চেয়ে আছে চিরন্তন !

মঞ্জুশ্রী – ভানু দাসগুপ্ত

মঞ্জু শ্রীময় ভানু ভাস
উদ্ভাসিত পূর্বাকাশ !

জয়শ্রী রায়

তুমি ধী তুমি শ্রী
তুমি জয়শ্রী !

গীতা – জ্যোতিগুপ্ত

শ্রেষ্ঠ বাণী গীতায় ভরা
সর্ব জ্যোতির্ময়
গীতা জ্যোতি বসুন্ধরায়
আর কী আছে ভয় !

পুণম রুমা ডলি
(তিন ভ্রাতৃবধূ)

পুণম রুমা ডলি
যেন সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের কলি
তিনজনকে একটি কথাই বলি
চোদ্দ শতাব্দে মানুষের মনে মনে
উঠবে কি ফুটে সেই প্রাণ পদ্ম
চেতনার পাপড়ি শতেক খুলি ?

বিপ্লব, তন্দ্রা, অঞ্জু, পিয়ালী, অরূপ
(দুই ভাতৃর এর নাতি নাতনী পুত্রকন্যা)

কে আছ ? বিপ্লব ! তন্দ্রা ! অঞ্জু, পিয়ালী অরূপ !
দেখেছ কি চেয়ে, মহা জগতের বিশাল স্বরূপ
একই আকাশে অসংখ্য গ্রহ তারকা মিলে মিশে
চলেছে অবিনাশ আজন্ম কাল ভালোবেসে !
সেই বিধি পৃথিবীতে—,
জীবের কোটি কোটি ছোট ছোট বাসা
হোকনা বিপন্ন ! তবুতো পরম নির্ভাবনা—নিরবাধ !
প্রতিটি ভোরের রাঙন আশা
সবার উপরে এস শ্রেষ্ঠ মানুষ
করুণার বুক বাঁধ !

মনে পড়ে

মনে পড়ে সেই কোন সুদূরের স্মৃতি
জ্বলন সবে সাঁঝের বাতি
একটু একটু মনে পড়ে
মধু সবার সামনে ঘরে

রাত্রি যবে ঢুকল সবে
খোলা মেলা গল্প রবে
উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম,
হাঁ! এই সমর বিশ্বাসকেই চিনতাম!
ছিলাম নিছক দিদি অসহায়
তাই বলতে কিছু পাইনি উপায়
মনের মধ্যে ছিল জমে যত—
ভালো লাগা স্নেহ দৃষ্টি শত
ছিল তখন আসানসোলে বাবা-মা
কাশীর বাড়িতে আমি আর পিসীমা
চা আর বেগুনী ধরে সমর
যেন ফুলের উপর ভ্রমর!
ঈষৎ লাজুক রাঙা দীর্ঘ
সম্মুখে মঞ্জুর তাকে যেন অর্ঘ
মনে পড়ে সেদিন সমর দরজায় কড়া নেড়ে
ডাক দেয় সমর দ্বিধায় ভরে
মঞ্জু আছে মঞ্জু?
গভীর হতে ক্রমে কোমলতম স্বরে—
মঞ্জু আছে মঞ্জু?

সেই সকল জন্ম কল্প
জীবনে চির স্বরূপ করো
চির নবীন করো
আজ এই বিবাহ লগ্নে হে ঈশ্বর!
যুগে যুগে সুখী হোক মঞ্জু সমর

মঞ্জুর শুভ পরিণয় সমরের সাথে

বিচিত্র নব বিশ্বাসে শুভ মন্ত্রের সাথে
বাঁধরে যুগল প্রণয়ডোর এই সুমধুর রাতে

মধু, অটুট তোর ওই নিবিড় হৃদয়
বিশ্বাস বাধে হোক বামময়
আসে আসুক, কঠিন জীবন-সময় —
প্রেমের আঘাতে হবে জয় জয় !

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(ওনার উলঙ্গ রাজা বই থেকে কবিতার নাম এবং লেখা থেকে)

নীরেন্দ্র ! কোথায় নীরেন্দ্র ?
উত্তাল বঙ্গোপসাগরে চক্রবর্তী
উদ্ধত মহোর্মি বলে ওঠে
চেয়ে দেখো 'কোন দিকে ফেরাবে চক্ষু !'
'বুকের ভিতর থেকে' আবার কে বুঝি বলে ওঠে
জেনে নাও কোনটা 'প্রাকৃত বচন' !
ভেসে চলি তাঁর কাব্য লোকে —
'অকাল সন্ধ্যা' বলে ওঠে "ব্যাখ্যা বহুবিধ
—কিন্তু তথ্য এক," "ব্যাস বাক্য মিথ্যা নয়"
কিছুই 'বুঝতে পারিনা' !
'যাত্রা বদল ?' সে তো সম্ভব নয়
'ভয় করলেই ভয় !' এবার আগুনের দিকে ?
নাঃ ! তাহলে দ্বিতীয় জন্ম নিতে হবে
এত দিন তাঁর লেখায় —
"মাঝে মাঝেই বুকের মধ্যে ঝনকে ওঠে"
"এখন এই পড়ন্ত বেলায়"...
তাই তো ভাবি 'আজ বিকেলে'
কত সহজেই দেখা হল
নীরেন্দ্র ! তোমার অন্তরে শুধু লহরী —
অনন্ত আখর লহরী !

মেনকা শ্যামলী বাপ্পা অশোক

মেনকা শ্যামলী বাপ্পা অশোক
জীবনের ধাপে ধাপে
দুনয়ন বুঝি কাঁপে
গেঁথে চলে অতুল জীবন
জ্ঞানের অর্ঘ্য সাজাতে সাজাতে
একী নিবিষ্ট তন্ময়মন !

আরতি দাস
(নন্দের পুত্রী)

এবার পূজার আরতি শুরু হল
ওগো অন্ধ হৃদয় — রুদ্ধ দুয়ার খোল !

খোকা খুকুরা মুনমুন সঞ্চিতা নন্দিতা
(ভগিনীর, ভ্রাতৃর পুত্র, পুত্রীরা)

খোকা খুকুরা মুনমুন সঞ্চিতা নন্দিতা
লেখাপড়া নাচে গানে সকলেই বন্দিতা
শুধু কি তাই ?
এখানে ওখানে ছোটে
এই আছে এই নাই !

ব্রিগেডিয়ার রসময় গাঙ্গুলী
(বিশিষ্ট শল্যতন্ত্র চিকিৎসক — অবসরপ্রাপ্ত)

একী তোমার দুস্বরূপ !
অতি বালকের মত ক্ষুদ্র —
বাগ্‌বিদগ্ধে সর্বোজ্জ্বল
চিকিৎসা বিজ্ঞানে সমুদ্র !

আমি অপার দর্শিনী তবু শুনেছি
তোমার বীক্ষণশক্তি আরো আরো বিস্তারিত
যখন ধ্যানস্থ থাকে ওই নিবিড় নয়ন
অস্ত্রোপচারে মত্ত
অথবা প্লাষ্টিক সার্জারীতে রত
অক্লান্ত অন্বেষণে মুমূর্ষু যোদ্ধাকে
পুনঃর্জীবিত করেছ সফল সাফল্যে
তাইতো এসেছ এই স্থল সৈন্য অঞ্চলে
অহোরাত্র ধ্যানমগ্ন তবু
কল্লোলিত বাস্ত সত্তায়
প্রাণচঞ্চল অতল হাসিতে
ব্যস্ত থাকো কভু
দূরাদূর দেশান্তরে
পেয়েছ কত ঊর্ধ্বতর মান
সমগ্র ভারত সৈন্য জানায় সম্মান
রাষ্ট্রপতির নজরে এল উদ্ভাবনা যত
অতি বিশিষ্ট সেবা পদকে
করেছে সুশোভিত !
সৃষ্টি বিধাতার ত্রুটি 'ছিল তবু
তাঁর অপার দীর্ঘতায়
সুবৃহৎ তুমি আজ ঢেকেছ সে ভুল
জ্ঞানের অসীম সাধনায়।

THE NEW MONSOON

(নববর্ষা)

A piece of cloud appears and says—
Looking around with a smile
"Oh I am, as if, the queen of the skies
When the summer ends, these days."
Hearing this the dark black cloud
With thunder above starts to shout—
"What a foolish are you !
I am the highly revered king of this space,
You such a trifling little cloud, hence
How dare you come here ?
Just cast a glance and see
Who else is like you, there
So go away and don't disturb me !
The dishonoured very shining cloud
Enraged, hot in a huff, trembles in anger
Sunk in deep sentiment and thought
Showed her illuminated wonderful eyes,
Her glowing magnificent body with dishevelled hair
Drifts with fleeting winds.
Piercing the inaccessible dark
Reddened with Vermillion,
The elegant steps in evening twilight
In the lap of fog very dense
Charged with emotion : the body and mind
Swings with fluttering large bright eyes.
The dark black cloud looking at the audacity
With a buzzing blow commands—

"Soldiers, advance roaring, arrest and encircle."
Soon the Lightning sparkling every moment
Made the soldiers almost senseless & faint.
The dark black cloud then moans—
"Alas ! What's this magic the Lightning's cast
the disasterous storm of doom !"
Flash ! Flash ! Flash ! in the Sky and the horizon
"It's blinding, and blinding my Vision".
How thrilling is the Lightning show
Destroying the vainglorious king of cloud by a
crushing blow !
"Ho ! dear my beauty, show thou presence, nice
I am gone and dead otherwise !"
Whence comes the rain and shower
Sweeping away all the anger.
"Oh" cute white cloud how you collide
Shaking the earth & Sky !
Playing the charming fascinating Lightning
Do you weep in sympathy ?" Says the king of clouds.
"To whom you love with compassion—for this incapable ?"
The tired very shining cloud
Lay prostrate saying—
"Take me as thou own
In the tears of New Monsoon."
In the ocean of conscience
All forms of love, black or white
Flows only as a stream of mercy
Touching the soft sweet heart
As if dancing and rising tides !

—Translated by Brig. *Ajit Kuamr Dutta*

THE OMNISCIENT WITHIN

(অন্তর্যামী)

Eyes know what the eyelids
open to speak out ;
Mind knows what was unspoken within the mind :
The wayfarer knows how to walk as long as
he was on the way.
Religion knows how all and sundry could be
sheltered under one canopy ;
Work knows at what point of land and water
the life's load will anchor.
The sea knows the unseen and unfathomable
beauty of its ocean :
The Sky knows the commanding silence
that it overcomes with,
The mother knows the baby's pains and
pleasures and relief,
And the Supreme Architect is also the
Supreme knower, the Omniscient
Who awakens all the world to life.

—Translated by *Sri Mankumar Sen*

THE MIRAGE

(মরীচিকা)

Oh ! Pleasure ! thou art restless in desire
remove thou veil as the darkness ends
Raise no barrier anymore
out of sheer madness of thou beauty.

In your offer of ever-illusory love
leave the sublime touch.
Lo behold the ephemeral dawn
in the serene red neo-horizon
Changeth to scorching Sun in the sky.
Oh what a rude Sunrise !
To attain enlightenment ? Within its abode in darkness !
The blazing heat pervades the long day
The heart trembles bewildered in its path to eternity
The night in its evening chariot alights
and laughs aloud in the Cosmos.

—Translated by *Brig. Ajit Kumar Dutta*

FROM CITY TO VILLAGE

(শহর থেকে গ্রাম)

To-day, I wish to go to KANCHANGRAM.
Stop the agitation of love.
Look at the green signal, entrained
Crossing the city. The train runs
The clouds run with eyes.
Anxious season get excited
For what reason this incftness.
Song of heart has sung by colours
Opening the fold of unfolded conscience
There is something that agitates
Oh ! Sit down for a while in the open air
And think for this journey.
The door of soul has broken

Tranquillised the storm Darkness has come
Here is the KANCHANGRAM.
From the cavity of mind, Light is shown.

—Translated by *Madhabi Bandopadhyaya*

PAIN

(বেদনা)

Pain, thou art indistinct, unkind torture
Thou art the deep dark
Overstep the Ocean's limit—
Thou the intensity of Emotion—
To the distinct sense.
Pain—thou art the beautiful dark night
Full of Stars.
I see the hope of light among the dew
While coming the action and reaction
In the tears of season,
In every moment of life !
The earth trembles with the unbeatable soul.

—Translated by *Madhabi Bandopadhyaya*

THE DEPICTION

(রূপায়ণ)

The Picture seeks its own colour and excellence
Afar, from metamorphosed ideas.
The amorphous becomes a wreath of beauties

With a touch of heart, lustre, fragrance and colour
in the Nature.
The brilliance and refraction of light trembles and
flickers with joy.
On tides surging over tides in Ocean, break and
never destroy !
What an appearance of mutual love in wreak !
Darkness all around.

The united love in life and Nature
Starts to float on the deep realistic eyes
Where the sorrow takes a form to become a poor begger
Through flow of mercy in day or night.
The conscience always comes to help over
The depiction of Almighty, in the Stars,
the planets and all living in the Cosmos
The transformed beauty of creation is
the vast visible truth
touching surface everywhere
After an end of an era there is evolution !
And thus is the begining of a new Phenomenon !

Composed & Translated by *Aneeta Dutta*

THE WAIL

(হাহাকার)

Why are you bewailing
A conscience is lying hidden
In the night of Summer, if dry
Wet it with tears.

A keen sorrow appeals several times -
He always keeps open the door of heart
If not proceed in dark - on the way
Drive and cross the river of sorrow at eve.
A wrong conception has dreamt
Awaking him in chariot of conscience
you may bewail.
Melancholy, pain, love are all my own
Weave in one thread
And build a house of heaven.

—Translated by ***Madhabi Bandopadhyaya***

THE CALL OF HEART

(হৃদয়ের ডাক)

From the surface of the torn
black cloud comes out soon—
the sharp crescent moon.
Pierce repeatedly with tall boom
through the wearied shabby bosom
of the bewildered wide sky
being amazed, frosty blue, dry !
The soft dew drops, silently fall,
a lassitude of confusion lingers
in the mind of the blind time—
shivering of winter from vein to vein awakens.
Ho ! My illusive mute night, deepens
cold mid night ! open the door,
Oh my cruel night, once more,
with the lustre of consssciousness, vision,

Look at the eleventh day of lunar moon
the strain of dry, dead blood sprinkles,
the sound & resound of dry leaves trembles
through the wind of the season—
What's the vibration ? What's a throbbing !
The subline call of the broken heart,
Echos from here to there, never lost.

—Translated by *Ruchira Mukherjee*